পাক্ষিক

আহ্‌মদী

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৫ম সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই জুলাই, ১৯৬৭	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

৫ম সংখ্যা
১৫ই জুলাই, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১০৫
হাদীস	মৌলবী—মৌলবী মোহাম্মাদ	১০৭
হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদ—মৌলবী মোহাম্মাদ	১০৮
কোরআন শরীফ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি হযরত মসিহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভালবাসা	অনুবাদক—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০৯
আহ্‌মদিয়া জামাতের নেতা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান	অনুবাদক—মৌঃ ফারুক আহ্‌মদ শাহেদ	১১১
জুমআর খুতবা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	১১২
বিশ্ব মুসলীমের জন্য চিন্তার কারণ হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ	১২০
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	১২৪
ইসরাইল গোত্রের নবী যীশু	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	১২৬
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	১২৮

ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি মোসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়: ২১শ বর্ষ: ১৫ই জুলাই : ১৯৬৭ সন : ৫ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরা তৌবা

৬ষ্ঠ রুকু

৩৮॥ হে মুমিনগণ। তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে বলা হয় আল্লাহ্‌র পথে (যুদ্ধের জন্য) বাহির হও, তখন তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি পরকালের চেয়ে ইহকালকে পছন্দ কর? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস পরকালের তুলনায় অতি নগন্য।

৩৯॥ যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বাহির না হও তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দ্বারা দণ্ডিত করিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য জাতি নিয়া আসিবেন ; এবং তোমরা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক শক্তিমান।

৪০॥ যদি তোমরা তাহাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর তবে (স্মরণ কর) নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিরগণ তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল, এবং সে দুই জনের মধ্যে একজন ছিল যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; যখন সে (রসুল) তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল তুমি চিন্তা করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। অনন্তর আল্লাহ্ স্বীয় সান্ত্বনা তাহার উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে এমন সৈন্য সমূহ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং কাফিরদের বাক্যকে নীচ করিয়া দিয়াছিলেন এবং আল্লার বাক্যই উচ্চ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

৪১॥ তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বাহির হও, (অন্তরে) হাল্কা এবং (শত্রুর জন্য) ভারী হইয়া এবং আল্লার পথে নিজেদের ধন এবং প্রাণ দিয়া সংগ্রাম কর। ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক যদি তোমরা জ্ঞানবান হও।

৪২॥ যদি কোন আসন্নলাভ থাকিত এবং ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (মুনাফিকরা) তোমার অনুগমণ করিত ; কিন্তু পথের দূরত্ব তাহাদের নিকট দীর্ঘ বোধ হইল। সত্বর তাহারা আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিবে যদি আমাদের সাধ্য থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয় বাহির হইতাম। তাহারা নিজদিগকে ধ্বংশ করিতেছে এবং আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীস ॥

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

ইহুদীদের পরিণাম

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে নির্ধারিত সময় আসিবার পূর্বে ইহুদীদের সহিত মুসলমানদের বড় যুদ্ধ হইবে। মুসলমানগণ তাহাদিগকে খুব মার মারিবে, এমন কি ইহুদী যে বৃক্ষ বা প্রস্তরের পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই বৃক্ষ বা প্রস্তরও বলিয়া উঠিবে, হে মুসলমান, হে খোদার বান্দা! এ দিকে এস, এখানে ইহুদী লুকাইয়া রহিয়াছে। আসিয়া উহাকে হত্যা কর। (মেশকোত)

দাজ্জাল

[১]

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, নূহ (আঃ)-এর পর এমন কোন নবী অতীত হন নাই যিনি তাঁহার স্বজাতিকে দাজ্জাল সম্বন্ধে সাবধান না করিয়াছেন। নিশ্চয় আমিও তোমাদিগকে তাহার বিষয়ে সাবধান করিতেছি। (তিরমিজি)

[২]

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দাজ্জাল আসিবে এবং মদীনার উপকণ্ঠে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে। (বোখারী)

[৩]

দাজ্জাল পূর্ব দিক হইতে আসিবে, তাহার লক্ষ্যস্থল হইবে মদীনা, এমন কি সে ওহোদের পিছনে অবতীর্ণ হইবে তখন ফেরেস্তাগণ তাহার মুখ শাম দেশের দিকে ফিরাইয়া দিবে এবং সেখানে সে বিনষ্ট হইবে।

[৪]

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত স্মরণ করিয়া লইবে, সে দাজ্জালের ফেতনা হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে যে, সুরাহ্ কাহাফের শেষ দশ আয়াত। (আবু দাউদ।)

[৫]

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় দাজ্জাল বাহির হইবে মিথ্যা হাদীস লইয়া যাহা তোমরা অথবা তোমাদের পিতৃপুরুষ কখনও শুনে নাই। অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে সাবধান হও। তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে এবং ফেতনায় ফেলিতে পারিবে না। (মোসলেম)

(৬)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দাজ্জালের এক চক্ষু কানা হইবে। তাহার দেহে ঘন চুল হইবে। তাহার দুই চক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে কাফের লিখা থাকিবে, যাহা প্রত্যেক লেখা পড়া জানা ও না জানা মোমেন পড়িতে পারিবে। (মোসলেম)

★

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

মৌখিক ইসলামের দাবী অর্থশূন্য

মৌখিক কথার কোন মূল্য নাই। বুঝা উচিত যে, ইসলাম শুধু এতটুকু কথা বলে না যে, মানুষ মৌখিক ভাবে দরুদ, অজিফা এবং জিক্র করিতে থাকিবে; বরং আমলের দিক দিয়া নিজেকে এমন পর্যায়ে পৌছাইতে হইবে যেন খোদাতালার দিক হইতে সাহায্য আসিতে থাকে এবং পুরস্কার ও আশিস লাভ হইতে থাকে। যত আম্বিয়া ও আউলিয়া অতীত হইয়া গিয়াছেন তাহাদিগের আমলের অবস্থা অতীব পবিত্র ও নির্মল ছিল। তাঁহাদিগের সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততা অতি উচ্চাঙ্গের ছিল। শুধু ইহাই নহে যে, সাধারণ ব্যক্তি যেভাবে আল্লাহ্র হুকুম পালন করে। রোজা রাখে, নামায পড়ে, যাকাত দেয়, নামাযের মধ্যে রুকু সেজদা করে, এবং সুরা ফাতেহা পড়ে, তাঁহারাও সেইরূপ পড়িতেন এবং আল্লাহ্র হুকুম পালন করিতেন, তাহাদের দৃষ্টিতে সকল কিছু মৃত বোধ হইত এবং তাহাদের অস্তিত্বকে এক প্রকার মৃত্যু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের চক্ষের সম্মুখে এক মাত্র খোদার অস্তিই রহিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকেই তাঁহারা সর্বময় কর্তা এবং প্রকৃত প্রভু বলিয়া একিন করিতেন। একমাত্র তাঁহার সহিতই তাহাদিকের প্রকৃত সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহারই প্রেমে তাঁহারা সদা বিভোর থাকিতেন। যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখন আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান অনুযায়ী এইরূপ ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্ পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করিয়া থাকেন এবং গায়েবীভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য দিয়া থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। লক্ষ্য কর ইসলাম ধর্মে হাজার হাজার আউলিয়া অতীত হইয়াছেন। প্রত্যেক দেশে এই প্রকারের চার পাঁচ ব্যক্তি নিশ্চয় হইয়াছেন যাহাদিগকে লোক অত্যন্ত সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মোজাহেদাত ও কেরামত সম্বন্ধে লোকে আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকেন। দিল্লীর এক বিশাল ময়দানে এই শ্রেণীর বুজুর্গান শায়িত আছেন।

ফলকথা ইহা চিন্তার বিষয় যে, কেহ যদি এক ডাকাত বা চোরের সহিত আন্তরিক ভালবাসা রাখে তাহা হইলে সেই চোর যদি বেশী কিছু ভাল নাও করিতে পারে তবুও সে এতটুকু নিশ্চয় করিবে যে, তাহার গৃহে চুরি করিবে না। অতএব বোঝা উচিত যে, ভালবাসিলে যদি চোর ডাকাতের দ্বারা উপকার লাভ হইতে পারে তাহা হইলে কি খোদা হইতে উপকার পাওয়া যাইবে না। পাওয়া যায় এবং নিশ্চয় পাওয়া যায়। কারণ খোদা অত্যন্ত করুণাশীল এবং অশেষ ফজল ও মঙ্গলের অধিকারী।

(মলফুজাত ১০ম খণ্ড; পৃঃ ৩৮—৩৯)

★

কোরআন শরীফ এবং রসুলূল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভালবাসা

"আইনা-এ-কামালাতে ইসলাম" পুস্তকের আরবী অংশে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, হযরত মসিহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) স্বীয় জীবন চরিত লিখিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি কোরআন শরীফ ও রসুলুল্লাহর সহিত তাঁহার সুগভীর ও অতুলনীয় মহব্বত ও ভালবাসার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। উহারই তরজমা নিম্নে দেওয়া হইল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখিতেছেন,—

"যখন আমি যৌবনের সন্নিকটে উপনীত হইলাম, তখন আমি কিছুটা ফারসীভাষা, আরবী ব্যকরণ (সারফ ও নহত) এবং দর্শণবিদ্যা অধ্যয়ন করিলাম। অল্প কিছু ইউনানী চিকিৎসা-বিদ্যাও শিক্ষালাভ করিলাম। আমার পিতা, যিনি সুবিখ্যাত ও সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন, তিনিও আমাকে এই শাস্ত্রের কয়েকখানা পুস্তক পাঠ করাইলেন। তিনি আমাকে এই শাস্ত্রে পূর্ণতা ও দক্ষতা লাভের জন্য বহু উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার মন, না ইহার প্রতি উৎসাহিত হইল, না হাদিস, উসুল ও ফিকাহ ইত্যাদি বিদ্যাগুলির প্রতি আসক্ত হইল। একমাত্র যে বিষয়ের প্রতি আমার হৃদয়কে অনুরক্ত পাইতাম, তাহা ছিল কোরআন এবং উহার অন্তর্নিহিত সত্য, সুক্ষ্মতত্ব ও জ্ঞানাবলী। বস্তুতঃ কোরআন-করীমের প্রতি মহব্বত সমস্ত আবরণকে ভেদ করিয়া আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কেননা উহা হইতে আমি বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান ও সুক্ষতত্বাবলী লাভ করি এবং সুফল প্রাপ্ত হই। এই সকল আশিস অফুরন্ত এবং বিকারহীন। আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, কোরআন ঈমানকে বলিষ্ঠ করে এবং প্রত্যয়কে বৃদ্ধি করে। বস্তুতঃ উহা এরূপ এক অদ্বিতীয় মুক্তা, যাহার বাহিরেও আলো, অভ্যন্তরেও আলো; উহার উর্দ্ধেও আলো এবং নিম্নেও আলো। উহার প্রত্যেকটি শব্দে এবং প্রত্যেকটি কথায় জ্যোতি রহিয়াছে। উহা একটি আধ্যাত্মিক বাগিচা, যাহার বৃক্ষগুলি ফলে পরিপূর্ণ; যাহার নিম্নদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদ-নদীমালা। প্রত্যেক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের ফল উহাতে ধরিয়া রহিয়াছে এবং উহা সর্বপ্রকারের জ্ঞানের উৎস। যে ব্যক্তি উহাকে পরিত্যাগ করে, সে চির বঞ্চিত। উহার কল্যাণের উৎস অতি সুমিষ্ট পানিতে পরিপূর্ণ এবং উহা পানকারীদের জন্য অতীব আশিসপূর্ণ।

আমার হৃদয়ে কোরআন করীমের এরূপ জ্যোতি প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে, যাহা কোথাও পাওয়া যাইবে না। এবং আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি যে, যদি কোরআন না থাকিত, তবে আমার জীবন বিস্বাদপূর্ণ হইত। আমি উহাতে এরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, যাহা লক্ষ ইউসুফের সৌন্দর্যের চাইতেও বেশী। এজন্য আমি উহার সর্বস্ব প্রেমিক হইয়া গিয়াছি। উহার মহব্বত মন্থন করিয়া আমাকে পান করানো হইয়াছে। উহা আমাকে এরূপভাবে প্রতিপালন করিয়াছে, যেরূপ মায়ের গর্ভে শিশু প্রতিপালিত হয়। আমার অন্তরে উহা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যাহা বর্ণনাতীত। আমি দিবা-স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, حظير القدس অর্থাৎ জামাত কোরআন-করীমের

পানির দ্বারা সিঞ্চিত হইতেছে। উহা একটি সমুদ্র, যাহাতে অমৃত শুধার স্রোত প্রবাহমান ; যে উহা হইতে পান করে, সে জীবন লাভ করে এবং উহা মৃতদিগকে জীবিত করিয়া তোলে। উহার মুখমণ্ডল সর্বাধিক সুশ্রী এবং উহার ভূষণ অত্যাধিক সুন্দর। উহার দৃষ্টান্ত যেমন এক সুডোল ও সুঠাম অবয়ব বিশিষ্ট এক পরম সুপুরুষ যাহাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য-পূর্ণতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে।··· ···উহা ব্যতীত অন্য যে সমস্ত গ্রন্থ রহিয়াছে, উহাদিগের দৃষ্টান্ত যেমন জমাট রক্ত, যাহার অপূর্ণ অবস্থায় গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে। উহাদের যদি চক্ষু থাকিয়া থাকে, নাসিকা নাই ; আর নাসিকা থাকিলে, চক্ষু নাই। উহাদিগের মুখমণ্ডল অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। ... ··· ... ··· সুতরাং আমি

বারংবার আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, তিনি আমাকে তাঁহার জ্যোতি হইতে যথেষ্ট দান করিয়াছেন ; উত্তম অধ্যাত্মিক ফল-রাজির দ্বারা আমাকে তৃপ্ত করিয়াছেন ; দৈহিক ও আত্মিক কল্যাণ ও পুরস্কারে ভূষিত করিয়াছেন ; এবং তিনি আমাকে তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছেন। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি আজ পর্যন্ত যে দুয়ারই খোলার জন্য দোয়া করিয়াছি, উহা আমার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যে নেয়ামতই চাহিয়াছি, তাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে। যে কোন কষ্ট অসুবিধা দূর করণের জন্য নিবেদন করিয়াছি, উহা দুরিভূত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যখনই সকাতরে দোয়া করিয়াছি, উহা গৃহিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত অনুকম্পা ও অনুগ্রহ আমার উপর এজন্য অবতীর্ণ হইয়াছে যে, আমি কোরআন করীমকে ভালবাসি, এবং আমার প্রিয় প্রভু ও নেতা সৈয়দুল মুরসালীন খাতামুন নবিয়ীনকে (সাঃ) ভালবাসি। হে আল্লাহ্‌! আকাশে যত গ্রহ এবং জমিনে যত অনুপরমাণু রহিয়াছে, তত দরুদ ও রহমত তাঁহার উপর অবতীর্ণ কর।

আমার প্রকৃতগত উক্ত মহব্বতের কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বদা আমার সহায় রহিয়াছেন, যখন আমি জন্ম গ্রহণ করি সেই সময়ও, যখন মাতৃকোলে দুগ্ধ পান করিতাম সেই সময়েও এবং যখন আমি শিক্ষা লাভ করি সেই সময়েও।"

অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ

★

আহ্‌মদিয়া জামাতের নেতা
হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর
একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান

বন্ধুগণ আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, আরব রাষ্ট্র সমূহের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সাম্প্রতিক হামলা ও নূতন নূতন স্থান দখল করিয়া নেওয়ার কারণে আরব রাষ্ট্র সমূহ অত্যন্ত সঙ্কট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। এই দুর্দিনে আরব ভাইদের সাহায্যার্থে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মাদ আইয়ুব খাঁ সাহেব "প্রেসিডেন্টের আরব যুদ্ধ তহবিল" নামে একটি সাহায্য তহবিল খুলিয়াছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সঙ্ঘ এবং ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সুষ্ঠুভাবে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করাই এই তহবিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর মোহাম্মাদ মুসা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "এখন অন্তঃসার শূন্য শ্লোগানের সময় নয়, বরং আন্তরিকতার সহিত আরব ভাইদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসা দরকার।"

আমি আহমদী ভাইদের নিকট প্রেসিডেন্টের সাহায্য তহবিলে প্রশস্ত অন্তরে অংশ গ্রহণের জন্য এবং অতি সত্বর অনুমোদিত ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিস সমূহে টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমি আশা করি বন্ধুগণ এই ব্যাপারে বিশেষ কোরবাণী পেশ করিবেন। খোদা তায়ালা নিজ করুণায় আপনাদিগকে এরূপ কোরবাণীর তৌফিক দান করুন ও এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মুসলমানদের সাহায্য করুন এবং তাহাদের উপর সংঘটিত অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন এবং ফিলিস্তিনে ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করুন।

আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন!!

খাকসার
মীর্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসিহ সালেস
জমাতে আহ্‌মদীয়া
রাবওয়া

অনুবাদক ঃ
মৌলানা ফারূক আহমদ শাহেদ
সদর মুরুব্বী

শুভ বিবাহ

ময়মনসিংহ শহর নিবাসী জনাব আবুল হোসেন (ভূতপূর্ব সাব রেজিষ্টার) সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব এ. এস. এম. জহুরুল হোসেন (M. A.) সাহেবের সঙ্গে কুমিল্লা জিলার তারুয়া নিবাসী মৌলবী আহ্‌মদ আলী সাহেবের তৃতীয়া কন্যা বেগম আতিয়া আহ্‌মদ (M. Sc.) সাহেবার শুভ বিবাহ চার হাজার টাকা দেন-মোহরে গত ৫ঠা জুলাই মগরিবের নামাজের পর ৪নং বকসি বাজার রোডস্থিত দারুত তবলিগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ পড়াইয়াছেন সদর মুরুব্বী জনাব মৌলবী আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। বিবাহ মজলিশে বহু গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

॥ জুমআর খুতবা ॥

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

"ইউরোপের পরিকল্পিত সফরের জন্য বন্ধুগণ বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাকে সকল দিক দিয়া কল্যাণ মণ্ডিত করেন।"

"আমাদের জামাতের বন্ধুগণের জন্য ইহা প্রথম এবং শেষ ফরয যেন তাঁহারা খাঁটী তৌহিদকে নিজেদের অন্তর এবং পরিবেশের মধ্যে কায়েম করেন।"

"আমি কদাচার সমূহের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার এলান করিতেছি এবং আশা করি যে প্রত্যেক আহমদী পরিবার এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গী হইবেন।"

কলেমা শাহাদত, আউজুবিল্লাহ্ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর তিনি বলেন: গত কয়েকদিন যাবৎ মাথার বেদনা, ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত গরম এবং অবসাদের জন্য আমার বিশেষ কষ্ট গিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং উপস্থিত অনেকটা ভাল। কিন্তু এখনও কিছু কষ্ট রহিয়াছে। আজও খুব গরম। আমি চেষ্টা করিব যাহাতে খুৎবা যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হয়।

আসল মজমুন বর্ণনা করিবার পূর্বে আমি বন্ধুগণের নিকট দোওয়ার দরখাস্ত করিতে চাই। আপনারা জানেন যে ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপে আমাদের পঞ্চম মসজিদের নির্মাণ কার্য পূর্ণ হইতে চলিয়াছে এবং আগামী ২২শে জুলাই উহার উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে। সেখানকার বন্ধুগণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যেন আমি স্বয়ং ঐ মসজিদের দ্বারোদ্‌ঘাটন করি। যখন আমি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম, তখন ইউরোপের অন্যান্য যে সকল দেশে আমাদের মোবাল্লেগ আছেন ও আমাদের মসজিদ আছে, সেখানকার জামাতও ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, মসজিদের উদ্বোধনের জন্য আমার ইউরোপ যাত্রা ঘটিলে, এই সুযোগে আমি যেন তত্রস্থ সকল মিশন পরিদর্শন করি এবং সেগুলি স্বচক্ষে দেখি, উহাদের প্রয়োজনের খোঁজ লই এবং তদনুযায়ী স্কীম ও প্ল্যান তৈয়ার করি। পুনরায় ইংলণ্ড হইতে দাবী আসিল যে, ইউরোপ গেলে আমি যেন ইংলণ্ডেও যাই, যেহেতু আল্লাহতায়ালার ফযলে সেখানে একটি বড় জমাত গড়িয়া উঠিয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে সেখানে ৫০০ আহমদী আছেন। যেমন লণ্ডনে বড় জামাত আছে, তেমনি অন্যান্য স্থানেও বেশ বড় বড় জামাত রহিয়াছে।

এই বিষয়ে দোয়া এবং ইস্তেখারার জন্য কোন কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম। অনেকেই খুব ভাল ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কেহ কেহ এরূপও স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং আমিও স্বয়ং দেখিয়াছি, যাহা দ্বারা মনে হইতেছে যে, ফিরিবার সময় হয়ত পথে কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান খোদা যিনি সময়ের পূর্বে অসুবিধার সংবাদ দিতে পারেন, তিনি চাহিলে অসুবিধা দূর করিয়াও দিতে পারেন। তাঁহারই নিকট আমরা সহায় ও সাহায্যের উমেদার।

অতএব এই সফর সম্বন্ধে সকল বন্ধু দোয়া করিবেন এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট কল্যাণ চাহিবেন যে, এই সফর যদি নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইসলামের প্রচার এবং বিজয়ের জন্য যেন মঙ্গল এবং আশিসপূর্ণ উপকরণের সৃষ্টি হয়।

খোদা জানেন যে আমার অন্তরে ভ্রমণ ও স্ফূর্তির কোন স্পৃহা নাই বা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থও ইহার সহিত জড়িত নাই। অন্তরে শুধু একটি মাত্র উদ্বেগ আছে। উহা এই যে, আমার রবের মহিমা এবং গৌরব এই সকল জাতিও যেন উপলব্ধি করিতে পারে, যাহারা শত শত বৎসর হইতে কুফ্র এবং শের্কের অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে এবং মানবতার সর্বোত্তম কল্যাণদাতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর ভালবাসা যেন তাহাদের অন্তরে কায়েম হইয়া যায় এবং তাহারা অমর জীবনের ওয়ারিসগণের সামিল হয়। তাহাদের দুর্ভাগ্য যেন দূর হইয়া যায়, শের্কের অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, শের্কের অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হয় এবং কদাচারের আবেষ্টন হইতে বাহির হইয়া আসে। তাহারা যেন খোদাতায়ালার করুণা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার সৌন্দর্য, তাঁহার কল্যাণ এবং তাঁহার জ্যোতির প্রকাশ দেখিতে পায় এবং এইভাবে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে খোদা যে ওয়াদা দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয়। সেই ওয়াদা হইল, "আমি তোমার গৌরবময় সন্তানের দ্বারা সমস্ত জাতিকে তোমার পাদমূলে আনিয়া একত্রিত করিয়া দিব।" ইহার উদ্দেশ্য ঐ সকল অন্তর, যেগুলি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জ্যোতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেগুলি যেন জ্যোতিতে ভরিয়া যায়, এবং যে সকল লোক তাঁহার উপর গালি বর্ষন করিতেছে, তাহাদের মুখ দিয়া যেন দরুদ উচ্চারিত হইতে থাকে। সকল দেশের আকাশ বাতাস যেন তকবির এবং দরুদে গুঞ্জরিত হইতে থাকে এবং আকাশে যাহা ফয়সালা হইয়া গিয়াছে উহা যেন জমিনে সচল হইয়া যায়।

সুতরাং সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সকলের নিকট আমি দরখাস্ত করিতেছি. তাহারা যেন বর্তমান দিনগুলিতে বিশেষভাবে দোয়া করেন যে, এই সফর যদি নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা যেন ইহাকে আশিস মণ্ডিত করেন এবং এই সফরের দ্বারা যেন ইসলামের যত বেশী সম্ভব উপকার হয়। আল্লাহ্তায়ায়ালা যেন এই অধম ও ক্ষুদ্র মানবের কথায় এরূপ আশিস ও আকর্ষণ রাখেন, যাহাতে তাঁহার তৌহীদ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিব, উহা যেন জনগণের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমার প্রত্যেক স্পন্দন এবং প্রত্যেক স্থিতির প্রভাব তাহাদের উপর পড়ে এবং তাহাদের অন্তর স্বীয় রব, কোরআন করীম, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহাদের চক্ষু, অন্তর এবং বুদ্ধির উপর আলস্যের যে পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে, উহা যেন খোদা অপসারিত করিয়া দেন এবং স্বীয় সৌন্দর্য ও গৌরব যেন তাহাদের বাহির ও অন্তর চক্ষুর সম্মুখে সমুজ্জল হইয়া উঠে। যেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্দর চেহারা তাহাদের সম্মুখে এরূপ গৌরবের সহিত প্রকাশিত হয়, যাহাতে তাহারা সকল সৌন্দর্যকে ভুলিয়া যায় এবং তাঁহারই হইয়া যায়। অতএব বেশী বেশী দোয়া করুন এবং বেশী বেশী দোয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা এই সফরকে মোবারক করেন এবং তিনি আমার অনুপস্থিতিতেও যেন জামাতকে সকল রকম ফেৎনা হইতে রক্ষা করেন। তিনিই সকল কাজের আনজাম করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে অন্তর আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে দুঃখ অনুভব করিতেছে, সেখানে এই চিন্তাও আসিতেছে যে, এইরূপ সুযোগে কোন-কোন মোনাফেক ফেৎনার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

জামাতের বন্ধুগণের কর্তব্য যেন তাঁহারা এইরূপ মোনাফেকদিগকে অবিলম্বে দমন করিয়া ফেলেন।

আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন মোনাফেকী স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি ফেৎনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে যদি গোড়াতেই এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, খোদাতায়ালার ফযলে জামাত এমন মজবুত যে, ইহা তাহাদের ফেৎনার দ্বারা কোনরূপেই প্রভাবান্বিত হইবে না এবং তাহারা নিরস্ত না হইলে, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার লোকও উপস্থিত আছে, তাহা হইলে তাহারা এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিবে না, যাহাতে তাহাদিগকে নিশ্চিত শাস্তি দিতে হয়। এরূপ করিলে তাহারা নিজেই বুঝিয়া যাইবে এ জামাতে তাহাদের দাঁও চলিবে না। খোদাতায়ালার অনুগ্রহে জামাত খুব সজাগ আছে।

জামাত কোরবানীকারী এবং অবস্থা বুঝিতে সক্ষম। শয়তান যে সকল পথ দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া কুমন্ত্রণা দেয় সেই সকল পথ তাহাদের জানা আছে। শয়তানের নরম স্বরকেও তাহারা ভালভাবে চিনে। কারণ আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে যে শক্তিশালী বাণী অবতীর্ণ হয়, উহার সহিত তাহারা পরিচিত। সুতরাং যে কথার মধ্যে শক্তি, মহিমা ও আনন্দের পরশ নাই, উহাকে তাহারা জানে যে খোদার বাণী নহে, পরন্তু উহা শয়তানের কথা। ফেৎনাকারীগণ যদি এই সকল কথা জানিয়া যায়, তাহা হইলে জামাত অনেক ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

উক্ত কথা মনে করিলেও দুশ্চিন্তা হয় এবং হওয়া উচিত এবং হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে এই জামাত সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি আছে যে, ফেৎনা যত বড়ই হউক না কেন, ইনশাআল্লাহ, তাঁহারই ফযলে এই জমাত এই সকল মোনাফেকদের কথায় ভুলিবে না। কিন্তু তবুও হুসিয়ার এবং সজাগ থাকা চাই।

যদি খোদাতায়ালা চাহেন এবং তিনি এই সফরে কল্যাণ নির্ধারিত করিয়া থাকেন এবং উহার জন্য উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাকে কম-বেশী এক মাসকাল আপনাদের ছাড়িয়া দূরে থাকিতে হইবে। মনের মধ্যে একটি উদাস ভাব আসে এবং যেরূপ বলিয়াছি দুশ্চিন্তায়ও ছায়াপাত হয়। অবশ্যই ইহার সহিত আশাও আছে যে, জামাত এই প্রকার কথাবার্তা গজাইতে দিবে না, যাহার দ্বারা ফেৎনা হয়।

যাহা হউক আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সকল ভ্রাতা-ভগ্নী, ছোট বড় মিলিত ভাবে বর্তমান দিন গুলিতে দোয়া করুন, যেন এই সফর যদি খোদাতায়ালার মহিমা ও গৌরব এবং ইসলামের শৌর্য্য প্রকাশের কারণ হয়, তবেই যেন আমার এই সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় এবং যখন আমি যাইব, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা আপন ফযল দ্বারা যেন এমন উপকরণের সৃষ্টি করেন, যাহাতে সেই পয়গাম, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পয়গাম, যাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দুনিয়ার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, যাহা দুনিয়া এখন ভুলিয়া গিয়াছে এবং বর্তমান যুগে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ), যিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর গৌরবময় পুত্রের ন্যায় পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং সেই পয়গামকে দুনিয়ার নিকট বোধগম্যভাবে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, জাতি সমূহ যেন সেই পয়গামকে সঠিক ভাবে শুনিতে পারে, তদনুযায়ী সেই পয়গাম তাহাদের নিকট পৌছানো এই সফরের উদ্দেশ্য এবং ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তৌফিক দেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই পয়গাম যেন এমন ভাবে পৌঁছানো যায়, যাহাতে তাহাদের উপর হুজ্জত পূর্ণ হইয়া যায়। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন জাতির উপর হুজ্জত পূর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাবধান বাণী সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি

পূর্ণ হয় না, যে গুলিতে অস্বীকার করার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তালা যথেষ্ট সময় পূর্বে তাঁহার রসুলের মারফত সংবাদ দিয়া থাকেন। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালা যদি করেন সেই সাবধান ও সতর্কবাণী তাহাদের নিকট জ্ঞাপন করা এবং তাহাদিগকে সজাগ করা যেন আমার জন্য সম্ভব হয়। অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পয়গামকে তাহাদিগের নিকট সহী রঙে ও বোধগম্য ভাষায় যেন পৌঁছাইতে পারি এবং তদ্বারা যেন তাহারা ইসলামের দিকে রুজু হয় এবং যে ভাবে ইসলাম আল্লাহ্‌তালাকে দুনিয়ার সামনে পেশ করিয়াছেন, তাহারা যেন সেইভাবে খোদাকে মানে, তৌহীদকে চিনিতে পারে, আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাঁহার ব্যক্তিত্বে এক ও গুণেও এক বুঝিতে পারে, অথবা যেন এইরূপ ভাবে তাহাদের উপর হুজ্জত শেষ হয় যে ঐ সব সাবধান বাণী সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি, যাহা পাঠ করিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে এবং যে গুলি ইসলামের অস্বীকারকারীগণের জন্য নির্দিষ্ট এবং যাহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছিলেন, ঐগুলি যেন হুজ্জাত পূর্ণ হইবার পর তাহাদের জন্য পূর্ণ হয়। ইসলাম এবং পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের মধ্যে যে ফয়সালা নির্ধারিত আছে, উহা যেন শীঘ্র হইয়া যায় এবং দুনিয়া যেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রহমতের ছায়ার তলে আসিয়া বাঁচিয়া যায় অথবা খোদার ক্রোধাগ্নীতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এই মতভেদের মীমাংসা যেন আমাদেরই জীবদ্দশায় সংঘটিত হয় যে ইসলামই এক মাত্র সত্য ধর্ম।

আবার আমি তাকিদ করিয়া বলিতেছি, বন্ধুগণ দোয়া করুন যেন এই সফর বরকতপূর্ণ হয়, ইসলামের বিজয়ের কারণ হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহীদের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার মহিমা ও গৌরব এই সকল জাতির নিকট প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্‌তালা যেন তাহাদিগকে সংশোধনের সুযোগ দেন এবং তাহাদের উপর যেন আপন করুণা বর্ষণ করেন, যাহাতে তাহারা তাঁহাকে এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে চিনিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

এখন আমি আমার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে বলিব। আমি ইদানীং যে খোৎবাগুলি দিয়া আসিতেছি উহার পূর্বের দুইটি খুৎবা ভগ্নীগণকে সম্বোধন করিয়া দিয়া ছিলাম এবং এখনও আমি আমার স্কীমে তাহাদিগকেই প্রথম সম্বোধন করিব। পূর্ববর্তী খোৎবাগুলিতে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এই দোওয়া করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপন ফযল দ্বারা যেন তাঁহার বংশে সেই মহিমান্বিত দাসকে জন্মদান করেন, যিনি পূর্ণ দাসরূপে দুনিয়ায় প্রকাশিত হন এবং যাঁহার শিক্ষার দ্বারা দুনিয়ায় খাঁটি তৌহীদ কায়েম হয়।

প্রকৃত কথা এই যে, আমরা কেবল তখনই لا اله الا الله وحده لا شريك له কলেমার সাক্ষ্য দিতে পারি, যখন আমরা محمد عبده ورسوله কথাগুলির তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হই। মোট কথা নবী আকরাম (সাঃ) পূর্ণ দাসরূপে দুনিয়ায় প্রকাশিত হন, যাহাতে খাঁটি তৌহীদ দুনিয়ায় কায়েম হয়।

আমাদের জামাতের ইহাই প্রথম এবং শেষ ফরয যে সকলেই যেন খাঁটি তৌহীদকে নিজ অন্তরে এবং নিজ পরিবেশের মধ্যে কায়েম করে এবং শেরকের সকল জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। আমাদের ঘরে যেন কেবল তৌহিদের দরজা খোলা থাকে এবং আমরা যেন শেরকের সকল পথকে পূর্ণরূপে বর্জন করি এবং তৌহীদের পথে আনন্দের সহিত চলিতে থাকি। আমাদের ভাইগণ এবং মানব জাতি হিসাবে যাহারা আমাদের ভাই হয়, তাহারা এবং আমরা সকলেই যেন খাঁটি তৌহীদের শিক্ষায় কায়েম হইয়া যাই।

তৌহীদ প্রতিষ্ঠার পথে এক বড় প্রতিবন্ধক হইল বেদা'ত এবং কদাচার। ইহা এক কঠোর সত্য, যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রত্যেক বেদা'ত এবং প্রত্যেক কাদাচার শির্কের পথ স্বরূপ এবং যে খাঁটি তৌহীদে কায়েম হইতে চায়, সে ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি তৌহীদে কায়েম হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সকল প্রকার বেদা'ত এবং কদাচারকে বিসর্জন দেয়।

আমাদের সমাজে কোন কোন লোকের মধ্যে এবং দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ভাবে হাজার হাজার রকমের কদাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আহমদী পরিবারগণের জন্য ইহা ফরয যে, তাহারা যেন সকল প্রকার কদাচারকে শিকড় হইতে উপড়াইয়া ঘরের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যেহেতু স্ত্রীলোকগণকে অবলম্বন করিয়া সমাজ দেহে কদাচার প্রবেশ করে, সেই জন্য আজ ভগ্নীগণই আমার সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য। যদিও সাধারণভাবে জামাতের সকল বন্ধু ও ব্যক্তি, পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই আমার সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, হাজার রকমের কদাচার আমাদের সমাজ জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিছু পাঞ্জাবে, কিছু অন্য কোন সীমান্তে, কিছু সিন্ধু প্রদেশে, কিছু মিশরে এবং কিছু ইন্দোনেশিয়ার আহমদীগণের মধ্যে, আমি প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক শহর ও প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক আহমদী পরিবারের মধ্য হইতে এই সকল কদাচার উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে চাই। ইহা আমার লক্ষ্য। ইহার বিস্তারিত বিবরণে আমি এখন যাইতে চাহি না। কারণ এখনও আমি অসুস্থ এবং গরমও অত্যধিক। কিন্তু আমি ইহা প্রয়োজন বোধ করি যে, হে আমার শ্রদ্ধেয় ভগ্নিগণ! আপনাদিগকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এক ইশ্তাহার পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইব। এই ইশ্তাহার তিনি ১৮৮৫ ইসাব্দে ছাপাইয়াছিলেন। ইহার কতক অংশ আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

তবলীগ এবং সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে ইশ্তাহার

যেহেতু ইহা কোরআন শরীফ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর সহী হাদিস দ্বারা প্রকাশিত এবং সাব্যস্ত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অধিনস্থ ও সংশ্লিষ্ট পরিবার পরিজন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে, তাহারা পথভ্রান্ত হইয়া থাকিলে, তাহাদিগকে বুঝাইতে ও সত্য পথে আনিতে হেদায়েত দেওয়া হইয়াছিল কিনা, তাই আমি কেয়ামতের দিনে এইরূপ প্রশ্নের আশংকায় ইহা সমীচীন মনে করিতেছি যে, ঐ সকল স্ত্রীলোক এবং আত্মীয় স্বজনকে (যাহারা আমার নিকট আত্মীয় ও সম্বন্ধবিশিষ্ট) তাহাদের ভ্রান্তি ও কদাচার সম্বন্ধে ইশ্তাহার দ্বারা তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিই, কারণ আমি দেখিতেছি যে, আমাদের ঘরে ঘরে রকম বেরকমের কদাচার ও অশোভন ক্রিয়া কলাপ, যাহা দ্বারা ইমান নষ্ট হয়, কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছে। তাহারা এই সকল কদাচার এবং শরিয়ত বিরোধী কাজগুলিকে এমন ভাবে প্রিয় জ্ঞান করে, যেরূপ নেক এবং ধর্মীয় কাজ সম্বন্ধে করা প্রয়োজন। তাহাদিগকে বহু বুঝান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা শুনে না। তাহাদিগকে বহু ভয় দেখান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ভীত হয় না। যেহেতু মৃত্যুর কোন ঠিকানা নাই

এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে বড় শাস্তি কিছুই নাই, সেইজন্য আমি তাহাদের মন্দ মানা, মন্দ বলা, উৎপীড়ন ও কষ্ট দেওয়াকে কোন গ্রাহ্য না করিয়া কেবল সহানুভূতির জন্য ও উপদেশ দেওয়ার কর্তব্য পালনের জন্য, এই ইশ্‌তাহার দ্বারা তাহাদিগকে এবং অবশিষ্ট সকল মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নিকে হুশিয়ার করিতে চাই যেন আমার স্কন্ধে কোন দায়িত্ব না থাকে এবং কিয়ামতের দিনে যেন এই কথা কেহ না বলিতে পারে যে, কেহ তাহাদিগকে উপদেশ দেয় নাই এবং সৎপথ প্রদর্শন করে নাই। সুতরাং অদ্য আমি পরিষ্কার ভাষায়, উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, সোজা রাস্তা, যাহার মধ্য দিয়া মানুষ বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভ করে উহা এই যে, শেরক এবং আচার পূজার পথ পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের পথ অবলম্বন কর এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্ কোরআন শরীফে যাহা কিছু বলিয়াছেন এবং তাঁহার রসুল (সাঃ) হেদায়েত দিয়াছেন, সেই পথ হইতে বামে বা দক্ষিণে মুখ ফিরাইবে না এবং সঠিক সেই পথে চলিবে। উহার বিপরীত কোন পথ অবলম্বন করিবে না। কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে যে সমস্ত কদাচার প্রচলিত রহিয়াছে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় বহু, তথাপি আমি উহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান অনাচারের বর্ণনা করিব, যাহাতে নিষ্ঠাবান স্ত্রীলোকগণ ভীত হইয়া সে গুলিকে পরিত্যাগ করে। যথাঃ—

(১) মৃত্যু উপলক্ষে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করা এবং শোক গাথা গাওয়া, অধৈর্য্য প্রকাশক কথা উচ্চারণ করা। এই গুলি এমন এক বিষয়, যাহা করিলে ঈমান ভ্রষ্ট হইবার আশংকা থাকে। এই সকল কদাচার হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মূর্খ মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানকে আপন করিয়া লইয়াছে। কোন প্রিয় জনের মৃত্যু উপলক্ষে মুসলমানগণকে কোরআন শরীফে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, انا لله وانا اليه راجعون অর্থাৎ আমরা খোদার ধন ও সম্পত্তি। যখন ইচ্ছা তিনি নিজের ধন উঠাইয়া লইবেন। যদি কাঁদিতে হয়, তবে শুধু চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত করা বিধেয়। ইহার অতিরিক্ত শয়তানের কাজ।

(২) বরাবর এক বৎসর পর্যন্ত শোক করা এবং নূতন নূতন স্ত্রীলোক গৃহে আসিলে অথবা কোন বিশেষ বিশেষ দিনে শোকগাথা গাওয়া এবং অনেক স্ত্রীলোক মিলিয়া মাথা পিটিয়া চিৎকার করিয়া বিলাপ করা এবং মুখে আবোল তাবোল বকিয়া যাওয়া এবং এক বৎসর পর্যন্ত কোন কোন জিনিষ রাঁধা ছাড়িয়া দেওয়া, এই ওজরে যে, তাহাদের ঘরে অথবা আত্মীয়ের ঘরে মানুষ মরিয়াছে। এইগুলি অপবিত্র আচার এবং পাপ। এই গুলি হইতে দূরে থাকা উচিত।

(৩) শোকগাথা গাহিবার দিনগুলিতে বাজে খরচ করা, হারামখোর স্ত্রীলোক, শয়তানের ভগ্নি, যাহারা দূর দূরাঞ্চল হইতে শোকগাথা গাহিবার জন্য আসে এবং অভিনয় করিয়া মুখে ঢাকা দিয়া মহিষের ন্যায় একে অপরের সহিত পাল্লা দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, তাহাদিগকে ভাল ভাল আহার্য বস্তু খাইতে দেওয়া হয় এবং স্বচ্ছল

অবস্থা হইলে নিজের বড়াই দেখাইবার জন্য পোলাও এবং জর্দা রাঁধিয়া আত্মীয় এবং অন্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যেন লোকে বাহ্‌বা দিয়া বলে যে, অমুক ব্যক্তি মরিয়া ভাল কীর্তি রাখিয়াছে এবং সুনাম অর্জন করিয়াছে। অতএব, এই সকল কাজ শয়তানী। এইগুলি হইতে তৌবা করা উচিত।

(৪) কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে এবং ঐ স্ত্রীলোক যুবতী হইলেও দ্বিতীয় স্বামী বরণ করাকে মহাপাপ গণ্য করে এবং সারা জীবন বিধবা থাকিয়া মনে করে যে, সে বড়ই পূণ্য অর্জন করিয়াছে এবং সতী সাবিত্রী হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার জন্য বিধবা থাকা শক্ত পাপ। বিধবা হইলে স্ত্রীলোকের জন্য পুনরায় স্বামী বরণ করা অত্যন্ত পূণ্যের কাজ। এইরূপ স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে খুবই নিষ্ঠাবতী, যে বিধবা হইয়া কুচিন্তার ভয়ে কাহাকেও বিবাহ করিয়া লয় এবং বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকগণের লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে ভয় করে না। যে সকল স্ত্রীলোক খোদা এবং রসুলের হুকুমকে বাধা দেয়, তাহারা স্বয়ং অভিশপ্ত ও শয়তানের শিষ্যা। তাহাদের দ্বারা শয়তান নিজের কাজ চালায়। যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্‌ এবং রসুলকে ভালবাসে, তাহার কর্তব্য বিধবা হইবার পর কোন ঈমানদার এবং সৎপ্রকৃতির স্বামী অনুসন্ধান করা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামীর খেদমতে রত থাকা বিধবা থাকিয়া ওযিফা পড়া অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়।

(৫) আমাদের জাতির মধ্যে ইহাও এক অত্যন্ত মন্দ কদাচার যে অন্য গোত্রের মধ্যে তাহারা কন্যা দান করা পছন্দ করে না, পরন্তু যথাসম্ভব কন্যা লওয়াও পছন্দ করে না। ইহা নিছক অহংকারের পরিচায়ক। ইহা সম্পূর্ণভাবে শরিয়তের হুকুমের বিপরীত কাজ। সকল বনি-আদমই খোদাতালার দাস। বিবাহ উপলক্ষে মাত্র এইটুকু দেখা উচিত যে, যাহার সহিত বিবাহ হইতে চলিয়াছে সে পবিত্রচেতা পুরুষ কিনা এবং সে এমন কোন বিষয়ে জড়িত না থাকে, যাহা ফেৎনার কারণ হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইসলামের মধ্যে গোত্র মর্যাদার কোন স্থান নাই, কেবল 'তাকওয়া' এবং সাধুতার মর্যাদা আছে। আল্লাহ্‌তালা বলেন: ان اكرمكم عند الله اتقكم

অর্থাৎ—তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি খোদার নিকট বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশী পরহেযগার।

৬। আমাদের জাতির মধ্যে আরও একটি কদাচার রহিয়াছে। বিবাহ উপলক্ষে শত শত টাকা বাজে খরচ করা হয়। স্মরণ রাখিবে যে, বড় মানুষী দেখাইয়া আত্মীয় স্বজনের মধ্যে উপহারের লেনদেন এবং ভোজ এই উভয় কাজই শরীয়ত মূলে হারাম। আতসবাজী করা এবং বাইজীর দ্বারা নাচগান এবং ইতর ব্যক্তি দ্বারা রংরসের অনুষ্ঠান করা এই সকলই সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইহাতে অযথা অর্থের অপব্যয় হয় এবং মস্তকে পাপের বোঝা চাপে। শুধু এতটুকু হুকুম আছে যে, যে ব্যক্তি বিহাহ করে, সে বিবাহের পর ওলিমা করিবে।

৭। আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শরিয়ত পালন সম্বন্ধে একান্ত শিথিলতা রহিয়াছে। (ইহা একটি বুনিয়াদী বিষয় যেদিকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন)। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহাদের উপর যাকাত বাধ্যকর এবং তাহাদের নিকট অনেক অলংকার পত্র আছে, অথচ তাহারা যাকাত দেয় না। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা নামায পড়া ও রোযা রাখার বিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা শের্‌কের কদাচার পালন করে। যেমন বসন্ত পূজা এবং অন্যান্য দেবীর পূজা। অনেকে এইরূপ নেয়ায দিয়া থাকে,

যাহাতে শর্ত থাকে যে, কেবল স্ত্রীলোকেরা খাইবে, পুরুষে খাইবে না, অথবা কোন ধুমপানকারী খাইবে না। অনেকে বৃহস্পতিবারে মাযারে রাত্রি জাগরণ করে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল পন্থা শয়তানী। আমি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, খোদাতালাকে ভয় কর, নচেৎ মৃত্যুর পরে অবমাননা ও লাঞ্ছনার সহিত কঠিন শাস্তিতে পড়িতে হইবে এবং আল্লাহ্‌র এমন গযবে পড়িবে যে, তাহার কোন শেষ নাই।

খাকসার

গোলাম আহমদ,

কাদিয়ান

(আলহাকাম, জিলদ ৬, পৃঃ ২৪, তারিখ ১৯০২ সালের ১০ই জুলাই, তবলিগে রেসালত, ১নং জিলদ, পৃঃ ৪৮)

এই ইশ্‌তাহারের কতক অংশ আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। ইতিপূর্বে আমি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কদাচার দুনিয়াতে বহুল আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি আহমদী স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অথবা প্রবেশ করিতেছে। ইহার বিশদ বিবরণে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি কয়েক মাস পূর্বে বিভিন্ন এলাকার মুরব্বীদের নিকট হইতে তত্রস্থ প্রচলিত বেদা'ত এবং কদাচার সম্বন্ধে বিবরণ লইয়াছি। যদি আল্লাহ্‌তালা চাহেন, তাহা হইলে কোন সময়ে কোন কোন কদাচার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিব, কিন্তু বর্তমানে নীতিগতভাবে প্রত্যেক পরিবারকে আমি এই কথা জানাইতে চাই যে, আমি প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহার পরিজনদিগকে সম্বোধন করিয়া কদাচারের বিরুদ্ধে জেহাদের এলান করিতেছি। আজিকার তারিখ হইতে যে আহমদী পরিবার এই সকল বিষয় হইতে পরহেয না করিবে এবং আমাদের সংস্কারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংশোধনের দিকে আগাইয়া না আসিবে, সেই পরিবার যেন ইহা স্মরণ রাখে, খোদা এবং তাঁহার রসুল এবং তাঁহার জমাত ঐ ব্যক্তির কোনই পরোয়া করে না। তাহাদিগকে জামাত হইতে ঠিক সেইভাবে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে, যেভাবে দুগ্ধে পতিত মাছিকে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অতএব খোদার আযাব রুদ্রমূর্ত্তিতে আপনার উপর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে অথবা জামাতী নেযামের শাস্তির রঙে খোদার ক্রোধ আপনার উপর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে, নিজের সংশোধনের চেষ্টা করুন এবং খোদাকে ভয় করুন এবং সেই দিনের আযাব হইতে বাঁচুন, যে দিনের এক মুহূর্তের আযাবও সমস্ত জীবনের সম্ভোগের মোকাবিলায় এরূপ যে, উহার জন্য ঐ সমস্ত আনন্দ এবং জীবন কোরবাণী দিয়া বাঁচিতে পারিলেও এই সওদা মহার্ঘ নয়, পরন্তু সস্তা।

সুতরাং আজ আমি এই সংক্ষিপ্ত খোৎবায় প্রত্যেক আহ্‌মদীকে ইহা জানাইয়া দিতে চাই যে, আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী এবং জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে সেই পবিত্রতা কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে, যাহা কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সকল প্রকার বেদা'ত এবং কদাচারের বিরুদ্ধে আমি জেহাদের এলান করিয়া দিলাম। আমি আশা করি আপনারা সকলে এই জেহাদে শামিল হইবেন এবং দোয়া, উত্তম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেদের গৃহগুলিকে পবিত্র করিবার জন্য শয়তানী কুমন্ত্রনার সকল পথকে আপনাদের গৃহের উপর রুদ্ধ করিয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই জেহাদের অর্থ এবং এই জেহাদের দ্বারা খোদাতালার তৌহীদ আমাদের ঘরে কায়েম হউক, আমাদের অন্তরে কায়েম হউক, আমাদের স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাদের অন্তরে কায়েম হউক এবং আমাদের গৃহ দ্বার শয়তানের বিরুদ্ধে চিররুদ্ধ হউক। আল্লাহ্‌তালা আমাকে এবং আপনাদিগকে সকল প্রকার সৎকর্ম করিবার সৌভাগ্য দিন।

[হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৬৭ সালের ২০শে জুনের খুতবার বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

॥ বিশ্ব মুসলীমের জন্য চিন্তার কারণ ॥

[আজ হইতে উনবিংশ (১৯) বৎসর পূর্বে হযরত খলিফা সানি (রাঃ)-এর সময়োপযোগী সতর্ক বাণী ।]

১৯৪৭ সনের মে মাসে বৃহৎ শক্তি সমূহের সহযোগিতায় যখন ইস্রাইল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হইল, তখন আহমদীয়া জামাতের ইমাম সৈয়েদানা হযরত মীর্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) বিশ্ব মুসলিমকে এই নূতন বিপদের ব্যাপকতা, ইহার অনিষ্টকারিতা এবং ইহার ধ্বংসাত্বক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্ব মুসলিমকে সতর্ক করিয়া ইহা প্রতিরোধের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও অবহিত করিয়াছিলেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে তৎকালে বিশ্ব মুসলিমের নিকট যে কার্যকরী প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এবং বর্ত্তমানে ইহুদি রাষ্ট্রের পত্তনের কারণে সৃষ্ট বিপদ সমূহ আরও শোচণীয়রূপ ধারণ করায় সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা আরও অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হুজুর (রাঃ)-এর অতি মূল্যবান নির্দেশ সমূহ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) সেই সময়, যাহার সংবাদ কোরআন ও হাদিসে শত শত বৎসর পূর্ব দেওয়া হইয়াছে, সেই সময়, যাহার সংবাদ তৌরাত ও ইনজিলেও বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই দিন, যাহা মুসলমানদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক ও ভয়াবহ বলিয়া বর্নিত হইয়াছে, মনে হইতেছে তাহা আগতপ্রায়। প্যালিষ্টাইনে ইহুদিগণকে পুণর্বাসন করা হইতেছে। রুশ ও আমেরিকা যদিও একে অপরের শিরশ্ছেদে প্রস্তুত, কিন্তু এই ব্যাপারে দেখা যায় যে, তাহারা একই নৌকার সহযাত্রী। আরও আশ্চর্যের কথা হইতেছে যে, কাশমীর প্রশ্নেও তাহারা একতাবদ্ধ ছিল এবং উভয় রাজ্যই ভারত সরকারকে সমর্থন করে। বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইন প্রশ্নে উভয় রাষ্ট্রই ইহুদিদেরকে সমর্থন যোগাইতেছে।

(২) আশ্চর্যের কথা এই যে, একই সময়ে কাশমীর ও প্যালাষ্টাইনের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কাশমীর এবং প্যালাষ্টাইনে একই জাতি আবাদ রহিয়াছে এবং আরও আশ্চার্যের কথা যে, এই জাতির একাংশ মুসলমান হইয়া আজ কাশ্মীরে মুসলমানদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে এবং অপরাংশ প্যালাষ্টাইনে মুসলমানদের সহিত জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত আছে। জাতির অর্দ্ধাংশ ইসলামের জন্য জীবন দান করিতেছে এবং অপরাংশ ইসলামকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য জীবন দান করিতেছে। কাশ্মীরের যুদ্ধেও কাশীর অর্থাৎ কাশ্মীরীদের নাম শুনা যায় এবং প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধেও কাশ্মীর নগরীর উল্লেখ পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। এই কাশ্মীর নামের

উপরেই কাশ্মীরের নাম কাশীর রাখা হইয়াছিল এবং বর্তমানে বিকৃত হইয়া কাশ্মীর হইয়াছে অথবা কাশর অর্থাৎ সিরীয়ার মত।

(৩) কাশ্মীরের বিষয়টি পাকিস্তানবাসীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্যালিষ্টাইনের ব্যাপার সমগ্র মুসলীম জাতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীরের আঘাত প্রত্যক্ষ আসিতেছে এবং প্যালিষ্টাইনের আঘাত পরোক্ষ ভাবে। প্যালিষ্টাইন আমাদের প্রিয় প্রভুর অন্তিম বিশ্রামস্থলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহুদিগণ সর্ব-প্রকারের সদ্ব্যবহার পাওয়া সত্বেও অতি ঘৃণিত ও নির্লজ্জভাবে তাঁহার বিরোধিতা করিত এবং অধিকাংশ যুদ্ধ এই ইহুদিগের উস্কানিতেই সংঘটিত হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করিবার জন্য পারশ্য সম্রাটকে তাহারাই উস্কানি দিয়াছিল; কিন্তু পরম দয়ালু খোদা তাহাদের মুখে কালিমা লেপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার দ্বারা তাহারা নিজেদের ঘৃণিত অন্তরের প্রকাশ করিয়া দিল। আহযাব যুদ্ধের কর্তৃত্বভার ইহাদের হস্তেই ছিল। ইতিপূর্বে সমগ্র আরব দেশ এরূপভাবে আর কখনও একতাবদ্ধ হয় নাই। মক্কাবাসীদের মধ্যে শৃঙ্খলা মোটেই ছিল না। মদিনা হইতে বিতাড়িত ইহুদিগোত্র সমুহের কার্যকলাপের ফলেই সমস্ত আরবগণ একতাবদ্ধ হইয়া মদিনার বিরুদ্ধে মাথাচড়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দয়ালু খোদা তাহাদের মুখেও কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি ইহুদিগণ নিজ সাধ্য মতে কোন ত্রুটি বাকী রাখিল না। মক্কাবাসীগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর শত্রু ছিল বটে কিন্তু প্রবঞ্চনা মুলে কখনও তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা করে নাই। তায়েফ যাওয়ার কারনে আইনতঃ তিনি নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন মক্কাবাসীদের মধ্য হইতে জনৈক তাঁহার ঘোর শত্রু তাঁহার সাহাযার্থে আগাইয়া আসিল এবং মক্কাবাসীদের নিকট ঘোষণা করিল যে, মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে আমি নাগরিক অধিকার প্রদান করিলাম এবং সে নিজ পঞ্চ পুত্রসহ হুজুর (সাঃ)-এর সহিত মক্কায় প্রবেশ করিল এবং নিজ পুত্রদিগকে বলিল যে, যদিও মোহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের শত্রু তথাপি আরবের শালীনতায় ইহাই বলে যে, যখন তিনি আমাদের সাহায্যে মক্কায় প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন, তখন তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করাই আমাদের কর্তব্য, নতুবা আমাদের মর্যাদা থাকিব না। সে নিজ পুত্রদিগকে বলিল যে, যদি কোন শত্রু তাঁহার প্রতি আক্রমন করিতে আসে, তবে তাহাদের সকলের মৃত্যুর পূর্বে যেন কেহ তাঁহার নিকটবর্তী হইবার দুঃসাহস করিতে না পারে। এইরূপ ছিল মর্যাদাশীল আরব শত্রু। ইহার বিপরীত সেই দুর্ভাগা ইহুদি জাতি, পবিত্র কোরআন যাহাদিগকে মুসলমানদের সর্ব প্রধান শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে. রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাহারা নিজ বাড়িতে ডাকিয়া নিয়া এবং শান্তি প্রস্তাবের ধোকা দিয়া বাড়ির ছাদ হইতে তাঁহার উপর জাঁতার পাট নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু খোদাতায়ালা তাহাদের এই দূরভিসন্ধির কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন এবং তিনি নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন। ইহুদি জাতির জনৈকা স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিমন্ত্রন করিয়া বিষ-মিশ্রিত খাদ্য তাঁহাকে খাওয়ায়; কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহাকে এ যাত্রাও রক্ষা করিলেন। কিন্তু ইহুদি জাতি তাহাদের অন্তরের পরিচয় প্রদান করিল। ইহারাই সেই শত্রু, যাহারা, মদিনারই নিকটবর্তী এলাকায় এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চাহিতেছে। সম্ভবতঃ এই আশায় যে, নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া পরে মদিনাভিমুখে অগ্রসর হইবে। যে সমস্ত মুসলমান মনে করে যে, উহার সম্ভাবনা খুব দুর্বল, তাহাদের নিজেদের বুদ্ধিই দুর্বল। আরবগণ এই সত্যকে বুঝে।

তাহারা জানে যে, ইহুদিগণ এখন আরবদিগকেই আরব ভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় আছে, তাই তাহারা (আরব) নিজেদের ভিতরের সমস্ত ঝগড়া বিবাদ ও বিভেদকে ভুলিয়া যাইয়া এবং একতাবদ্ধ হইয়া ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আরবদের কি সেই শক্তি ও ক্ষমতা আছে? এই ব্যাপারটা কি শুধু আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ইহা সর্বজন বিদিত যে, না আরবদের সে ক্ষমতা আছে এবং না ব্যাপারটা শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন প্যালিষ্টাইনের নহে, প্রশ্ন হইতেছে মদিনার। প্রশ্ন শুধু জেরুজালেমের নহে, প্রশ্ন হইতেছে পবিত্র মক্কার। এখানে প্রশ্ন যায়েদ বা বকরের নহে, প্রশ্ন হইতেছে মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মর্যাদার। শত্রুগণের আপোসের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, তাহারা আজ ইসলামের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে একতার সহস্র কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি তাহারা এই সময় একতাবদ্ধ হইবে না?

(৪) এখন চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা কি পৃথক পৃথক ভাবে মরিতে চাই না সকলে একতাবদ্ধ হইয়া বিজয় লাভের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি মনে করি যে, সময় আগত এবং মুসলমানদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে যে, হয়ত শেষ চেষ্টা করিয়া নিজেদের জীবন বিসর্জন করিবে নতুবা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্রকে চিরতরে শেষ করিবে। মিসর, সিরিয়া এবং ইরাকের মিলিত বিমান শক্তি একশত বিমানের অধিক হইবে না, কিন্তু ইহুদিরা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শক্তি অতি সহজেই সংগ্রহ করিতে পারিবে।

যাহা হউক, মুসলীম জগতকে রুশ ও আমেরিকা উভয়ের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা, সে কাজ ঐক্য এবং একতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা। আমি মনে করি যে, পৃথিবীতে এখনও যত মুসলমান আছে, তাহারা যদি সকলে মরিতে প্রস্তুত হয়, তবে কেহই তাহাদিগকে মারিতে পারিবে না। কিন্তু আমার এই আশা কতটা সফল হইবে, তাহা আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন।

(৫) আজ প্রস্তাব দ্বারা কোন কাজ হইবে না, আজ শুধু আত্মত্যাগ দ্বারাই কাজ হইবে। যদি পাকিস্তানের মুসলমান সত্যই কিছু করিতে চায়, তবে নিজ সরকারকে অবহিত করুন যে, আমাদের সম্পত্তির ন্যূনকল্পে এক শতাংশ আপাততঃ তাঁহার গ্রহণ করুন। পাকিস্তান একশতাংশ দ্বারাই এ কাজের জন্য একশত কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং একশত কোটি টাকা দ্বারা মুসলিম দেশ সমূহের বহু সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবে। পাকিস্তানের এই কোরবানীর দ্বারা অন্যান্য দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাহারাও কোরবানী করিবে এবং এই উপায়ে অবশ্য পাঁচ ছয় শত কোটি টাকা সংগ্রহ হইতে পারিবে, যদ্বারা প্যালিষ্টাইনের জন্য ইউরোপীয় দেশ সমূহের বিরোধীতা সত্বেও অপরাপর দেশ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে। এক টাকার পরিবর্ত্তে দুই টাকা, দুই টাকার পরিবর্তে তিন টাকা, তিন টাকার পরিবর্তে চারি টাকা এবং চারি টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকা ব্যয় করিলে, নিশ্চয় কোন না কোন স্থান হইতে জিনিস পাওয়া যাইবে। ইউরোপীয়দের সততার মূল্য নিশ্চয় আছে এবং সেইজন্য অধিক মূল্য দিতে হইতে পারে। তাহাদিগকেও অবশ্যই খরিদ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্য চড়া ডাক দিতে হইবে। কিন্তু চড়া ডাক দিবার জন্য পকেট ভর্ত্তি থাকা দরকার। অতএব আমি মুসলমানদিগকে অবহিত করিতেছি, তাঁহারা সঙ্কটপূর্ণ সময়কে অনুধাবন করুন এবং স্মরণ রাখুন যে, আজ রসুল করীম (সাঃ) এর এই বাণী الكفر ملة واحدة অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ইহুদি, ইসায়ী এবং জড়বাদীগণ একতাবদ্ধ হইয়া ইসলামের শওকতকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পৃথক পৃথক

ভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিত। এখন সমস্ত শক্তি একতাবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিতেছে। আইস আমরাও সকলে মিলিতভাবে প্রতিরোধ করি; কারণ এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। যে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, তন্মধ্যে কোন মতানৈক্য আনয়ন করা নেহায়েত বোকামী এবং মুর্খতার লক্ষণ।

(৬) আজ দুশমন যখন ইসলামের মূলদেশে কুঠার হানিয়াছে, যখন মুসলমানদের পবিত্রস্থান সমূহ সত্যিকারভাবে বিপদগ্রস্থ, তখনও কি সময় হয় নাই যে, পাকিস্তানী, আফগানি, ইরানি, মালয়ী, ইন্দোনেশীয়, আফ্রিকাবাসী, বারবারী, তুর্কী সকলে একত্রিত হইয়া যাই এবং আরবদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুগণের সেই আক্রমনকে প্রতিরোধ করি, যাহা ইসলামের শক্তিকে চূর্ণ করিতে এবং ইসলামকে লাঞ্ছিত করিতে চাহিতেছে।

(৭) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কোরআন ও হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ইহুদিগণ আর একবার প্যালিষ্টাইনে আবাদ হইবে, কিন্তু ইহা তো বলা হয় নাই যে, তাহারা চিরস্থায়ীভাবে প্যালিষ্টাইনে আবাদ হইবে। প্যালিষ্টাইনে চিরস্থায়ীভাবে রাজত্ব করিবেন عباد الله الصالحون অর্থাৎ 'আল্লাহর সালেহ বান্দাগণ' বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

অতএব আমরা যদি তাকওয়ার সহিত কাজ করি, তবে আল্লাহ্তায়ালার প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী এভাবেও পূর্ণ হইতে পারে যে, ইহুদিগণ সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে; কিন্তু আমরা যদি তাকওয়ার সহিত কাজ না করি তাহা হইলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘকাল যাবত বলবৎ থাকিতে পারে। ইসলামের জন্য উহা এক ভীষণ আঘাতের কারণ হইবে। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমাদের আমল দ্বারা, আমাদের কোরবানী দ্বারা, নিজেদের মধ্যে একতার দ্বারা এবং দোওয়া ও বিলাপ দ্বারা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর স্থিতিকাল সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া এবং প্যালিষ্টাইনের উপর মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাজত্বকে নিকট হইতে নিকটতর করি এবং আমি মনে করি যে, আমরা যদি এইরূপ করি, তবে ইসলামের বিরুদ্ধে যে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বিপরীত মুখী হইয়া পড়িবে এবং ঈসায়ী মতবাদ দুর্বলতা ও অধঃপতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং মুসলমানগণ আর এক বার উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সম্ভবত এই কোরবাণী মুসলমানদের হৃদয়কে পরিষ্কার করিয়া, তাহাদের মনকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিবে। তাহাদের হৃদয় হইতে দুনিয়ার ভালবাসা বিদূরিত হইয়া খোদা ও তাঁহার রসূল (সাঃ)-এর এবং তাঁহার দীনের প্রতি সম্মান ও ইজ্জত প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে। তাহাদের ধর্মহীনতা ধর্মে, বেঈমানি ঈমানে, তাহাদের অলসতা তৎপরতায় এবং বদআমলী অবিরাম চেষ্টায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

["الكفر ملة واحدة" প্রবন্ধ হইতে সংকলিত" আল-ফজল=২১—৫—৪৮ইং প্রকাশিত].

অনুবাদক—চৌধুরী সাহাবুদ্দিন আহমদ

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

কেন এমন হলো :

সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইসরাইল আরব রাষ্ট্রগুলোকে যেভাবে পরাজিত করেছে—এমন নজির ইতিহাসে বিরল। আরব রাষ্ট্রগুলোর এমনভাবে হেরে যাওয়ার বহু কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র ইসরাইলের বিজয়ের পেছনে রয়েছে পরম শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের অকুণ্ঠ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন। তা'ছাড়া শেষ পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রগুলোকে বাস্তব সাহায্য দিতে রাশিয়ার পিছু হটা। এসব কারণকে আমরা ছোট করে দেখছি না। কিন্তু এগুলোকে কিছুতেই আরবদের পরাজয়ের মূল কারণ বলে গণ্য করা যায় না।

একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই দেখা যাবে এর মূল কারণ (একে প্রধান কারণ বলা যায়) হলো ওসব দেশের মুসলমানদের চরম অধঃপতন। এই অধঃপতন বলতে গেলে সামগ্রিক রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অন্য কথায় জাগতিক ও পারলৌকিক কোন দিকই বাকী নেই। দু'একটা উদাহরণ নিলেই দেখা যাবে যে, আরব দেশ সমূহের অধঃপতন শেষ সীমাও অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমণের পূর্বের 'আইয়ামে জাহিলিয়তকেও' ছাড়িয়ে গিয়েছে। রসুল করীম (সাঃ)-এর পূণ্য পরশে জাহিলিয়াতের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়, শেষ চিহ্ন মুছে যায়। আরবেরা এক নতুন জীবনের সন্ধান পায়, নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়। মদ ও মাদকতা কোথায় বিলিন হয়ে যায়। জ্ঞানের মশাল পূর্ণ জ্যোতিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আজ অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, মদ ও মাদকতা, অনৈক্য ও অনাচারের উদাহরণ দিতে ওসব দেশের নাম উল্লেখ করা হয়। এদের অজ্ঞতা এমনিই যে, অনেক মোসলেম দেশেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিপুল তৈল সম্পদ আহরণের বিদ্যাবুদ্ধি, কলাকৌশল ওদের জানা নেই। এদের এই সম্পদ কুড়িয়ে বিদেশীরা বৎসরে শত শত কোটি টাকার মুনাফা লুটছে। ইসলামের চেয়ে ফেরাউনী সভ্যতার গর্বে তাদের বুক ফুলে ওঠে, মুখে খৈ ফুটে।

এদিক লক্ষ্য করেই ইদানিং এক বক্তৃতায় ঢাকাস্থ ইসলামিক একাডেমীর ডাইরেকটর জনাব আবুল হাসীম বলেছেন যে, "সিনাইয়ে ইসরাইলেরা 'ফেরাউনের' বিরুদ্ধেই জয়ী হয়েছে বলতে হবে। এখন যদি ওরা আবার প্রকৃত মুসলমান হয় তবেই এই পরাজয়ের গ্লানি মুছতে পারবে।"

রাবাত হতে প্রচারিত মরক্কোর বাদশাহ্ হাসানের বেতার ভাষণের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তাতেও পরাজয়ের মূল কারণের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাবে।

"১২ই জুন। মরোক্কোর বাদশা হাসান গতকল জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে বলেন যে, মুসলমানদের অনেক ভুলভ্রান্তি এবং পাপের জন্যই আরবরা ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার হুকুমের বরখেলাপ করিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর তার ফল আমরা হাতেনাতেই পাইয়াছি।"

তিনি আরও বলেন, আল্লা আমাদের পরস্পরিক কুৎসা রটানো হইতে দূরে থাকার এবং তার পবিত্র শিক্ষাকে আমাদের কাজ কর্মের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়া পরস্পর পরস্পরকে কথায় এবং লেখায় বিদ্রূপ করিতেছি।

উপসংহারে তিনি বলেন, আমরা আল্লার পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছি। তাই আল্লাহ্ও আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ আবার মুসলমান তথা আরবদের পুরানো ক্ষমতা, সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এতেই হবে কি :

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি হোটেল ব্যতীত মদ বিক্রির জন্য আর লাইসেন্স দেওয়া হবে না। বিদেশী পর্যটকদের যাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্যই নির্দিষ্ট কয়েকটি হোটেল মদের লাইসেন্স পাবে।

সরকারের উদ্দেশ্য সৎ। কিন্তু এতেই এদেশের মদ্যপায়ীরা ও কাজটি ছেড়ে দিবেন কি? লাইসেন্স বন্ধ করে দেওয়ার দরুণ মদমত্ত আরবেরা মদ ছেড়ে দিয়ে পাক পবিত্র হয়ে উঠেছিলেন এমন দলিল পত্রের কোন সন্ধান আজও মিলেনি। তারা মদ ও মাদকতা ভুলে গিয়েছিলেন কোরআনের পুণ্য আদর্শের অনুপ্রেরণায়। মদ নিষিদ্ধ হয়েছে শুনা মাত্র তাঁরা শহরের রাস্তাগুলোকে ঘরে জমা রাখা মদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ভাবছি আদর্শের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি না করে লাইসেন্স বাতিল করে উদ্দেশ্য কতটুকু হাসেল হবে? দেশী মদ্য-পায়ীরা কি বিদেশীদের জন্য অনুমদিত লাইসেন্সের সুরা পানের আমেজ গ্রহণে মোটেও কোশেশ করবেন না? মদ ছাড়বে না, তাদের খানিকটা তখলিফ বাড়বে আর কি!

★

॥ ইসরাইল গোত্রের নবী যীশু ॥

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

ইসা বা যীশু (আঃ) এসেছিলেন বনি ইসরাইলের জন্য। তিনি বলেছেন, "ইস্রায়েলকুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি,—১৫:২৪)। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে আদেশ দিয়ে গেছেন, "তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না, বরং ইস্রায়েলকুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।" (মথি, ১০:৬)। কিন্তু পরবর্তীকালে যীশুর এই স্পষ্ট আদেশকে অমান্য করে পোল পরজাতির মধ্যে অনধিকার প্রচার আরম্ভ করে, পরজাতীয় লোকদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। যেমন পোল বলেন, "এখন অবধি আমি পরজাতিদের নিকট চলিলাম।" (প্রেরিত, ১৮:৬)।

এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে—১৯৬৪ ইংরাজীর ফেব্রুয়ারী সংখ্যা আহ্‌মদীতে আমার 'ইস্রায়লীয় ভাববাদী যীশু' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের খ্রীষ্ট সমাজের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে বাধ্য হয়ে এর জবাবে 'খ্রীষ্ট বিশ্ব নবী' নামে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেন ময়মনসিংহ ব্যাপটিষ্ট মিশনের অষ্ট্রেলীয় প্রচারক মিঃ বওডেন আর তাঁকে সাহায্য করেন জনৈক খ্রীষ্টান ছাত্র। মিঃ বওডেনের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আলাপ আছে। একবার তাঁর সঙ্গে আমার ধর্ম নিয়া বহছও হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বহুবার দেখা হওয়া সত্বেও তিনি এই বিষয়ে আমার সাক্ষাতে কোন আলাপ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, 'ইস্রায়লীয় ভাববাদী যীশু'-এর জবাবে তার 'খ্রীষ্ট বিশ্ব-নবী' প্রকাশিত হয়েছে। যাক, এখানে বওডেন সাহেবের বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে লিখা পুস্তিকাটি আলোচনা করে দেখি তিনি তাতে খ্রীষ্টকে বিশ্ব নবী প্রমাণ করার জন্য কি কি দলীল, প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ে দেখলাম, তাতে বাইবেলের কোন উদ্ধৃতি নেই। তবে লেখক বলছেন, পৃথিবীর প্রায় নিরানব্বই কোটি খ্রীষ্টান নাকি খ্রীষ্টকে বিশ্ব নবী মান্য করে বিভ্রান্ত হন নাই। কারণ এত অধিক সংখ্যক লোক নাকি ভুল করতে পারে না। কী অদ্ভুত যুক্তি! সংখ্যায় অধিক হলে নাকি ভুলের সম্ভাবনা নেই, লেখক মহাশয় চিন্তা করে দেখেছেন কি যে, খ্রীষ্টের জমানাতে অবিশ্বাসীর সংখ্যা বিশ্বাসীর চেয়ে বেশী ছিল কি না? এত আগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বর্তমান পৃথিবীর তিনশ' কোটী লোকের মধ্যে দুইশ' কোটীরও বেশী লোক যীশুকে বিশ্ব-নবীরূপে মান্য করেন না। এখন বওডেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি—এত অধিক সংখ্যক লোক কি ভুল করতে পারে?

তিন থেকে পাঁচ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়ে দেখলাম, এখানে পুরাতন এবং নূতন নিয়ম থেকে লেখক সাক্ষী পেশ করার চেষ্টা করেছেন। পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতিগুলি সদাপ্রভু (আল্লাহ্‌তালার) সম্বন্ধীয়, এখানে যীশুর নাম গন্ধও নাই। নূতন নিয়ম থেকে লেখক বিশ্বনবীর সমর্থনে একটি উদ্ধৃতিও পেশ করতে পারেন নাই।

ছয় ও সাত পৃষ্ঠায়ও কোন দলীল নাই। তবে যীশুর চিকিৎসা করে আরোগ্য দানের কথা আছে। মিঃ বওডেনকে জিজ্ঞাসা করি, চিকিৎসা করা আর দীক্ষা দেওয়া কি এক কথা?

আট, নয় ও দশ পৃষ্ঠায়ও এমন কোন প্রমাণ নাই, যার দ্বারা যীশুকে বিশ্ব-নবী প্রমাণ করা যায়। এক কথায় (মথি, ১৫:২৪ ও মথি, ১০:৬ পদের স্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে এইপুস্তিকায় একটি পদও পেশ করা সম্ভবপর হয় নাই। শেষ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পেশ করতে না পেরে পাদ্রী সাহেব একাদশ ও দ্বাদশ পৃষ্ঠায় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, প্রথম যুগে অর্থাৎ যীশুর জীবিতকালে 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ইহুদীদের কাছে ছিল' পরজাতির কাছে ছিল না। এই কথা বলার পর তিনি বলছেন যে, যীশুর মৃত্যুর পর শেষ যুগ বা নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে, এবং যার ফলে পরজাতির কাছে প্রচার করা এবং তাদেরকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হচ্ছে। বলি, এ কথা বলার জন্য তিনি কষ্ট করে এই বই লিখতে গেলেন কেন? এ কথাত আমরাও বলি যে, যীশুর জীবদ্দশায় প্রচারকার্য্য ইস্রায়েল জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পরজাতির কাছে প্রচার আরম্ভ হয়।

চৌদ্দ এবং পনের পৃষ্ঠায় নূতন নিয়মের কতিপয় পদ উদ্ধৃত করে 'সকলকে', 'যে কেহ', 'আমার আরও মেষ আছে', 'মর্ত্যবাসীর', 'অনেকের', 'সমুদয় জাতি' ইত্যাদি বাক্যে আণ্ডার লাইন করে বিজ্ঞ লেখক বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, খ্রীষ্ট বিশ্ব নবী ছিলেন। কিন্তু এই সব বাক্যে পৃথিবীর সকলকে বুঝায় নাই। এখানে সকল বলতে ইস্রায়েলের সকল, আরও মেষ বলতে ইস্রায়েলের হারান মেষ, সমুদয় জাতি বলতে, ইস্রায়েল জাতিকে বুঝান হয়েছে। তাছাড়া অনেক বলতেও সকলকে বুঝায় না।

এখানে আর একটা মজার বিষয় হল, পনের পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে যীশু পরজাতির কাছে প্রচার করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর পর নাকি প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন। বুঝহে সুজন……ষোল থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক পৌলের পক্ষে ওকালতি করেছেন। যা নিয়ে এখানে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেননা পৌল যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পরজাতির কাছে প্রচার করেছেন তা তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?" (রোমীয়, ৩:৭)। এখন মিঃ বওডেনকে জিজ্ঞাসা করি, পৌল সাহেব মিথ্যার আশ্রয় নিয়া ঈশ্বরের যে গৌরব প্রকাশ করে গেছেন, আপনিও কি সেইরূপে যীশুর গৌরব প্রকাশের জন্য এই পুস্তিকাটি লিখেছেন? তাহলে জেনে রাখুন, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে হলে আরও বহু মিথ্যার প্রয়োজন হয়। আর শেষ পর্যন্ত মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যায়। প্রমাণ হিসাবে আপনার পুস্তিকার নামটিই দেখুন না, আপনারা যীশুকে 'ঈশ্বর পুত্র' বলে মানেন, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে যেয়ে তাঁকে 'বিশ্ব নবী' প্রমাণ করবার জন্য বই পর্যন্ত লিখলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নবী আর ঈশ্বর পুত্র কি এক কথা? আফসোস। সকলই গরল ভেল।

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেবের পরম ভক্তি-ভাজন মুরীদ মৌলবী আবদুল করিম সাহেব কারবাঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইলে মীর্যা সাহেব তাঁহার সুস্থতার জন্য বিশেষ ভাবে দোওয়া করেন।

দোওয়ার ফলাফল সম্বন্ধে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালের আল-হাকম পত্রিকায় লেখেন,

اس دعا میں میں نے بہت تکلیف اُٹھائی
یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بشارت نازل کی
اور عبد اللہ سنوری والا خواب دیکھا
جس سے نہایت درد ناک دل کو تسلی
ہوئی -

"এই দোওয়া সম্বন্ধে আমি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, এমন কি, আল্লাহ্‌তালা সুসংবাদ নাজিল করিলেন এবং আবদুল্লা ছেন্নাওরীওয়ালা স্বপ্ন দেখিলাম, যাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হইলাম।'

কিন্তু মৌলবী সাহেব ১১ই অক্টোবর তারিখে উক্ত পীড়ায় এন্তেকাল করেন, এবং মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়া গেল। মীর্যা সাহেব এই লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য হকিকাতুল ওহীর ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم
اس بیماری کا رہا نکل یعنی سرطان سے
فوت ہوگئے تھے۔ ان کے لئے میں نے بہت
دعاکی تھی مگر ایک الہام بھی اسکے
لئے تسلی بخش نہ تھا—

পাঠক! ইহা মীর্যা সাহেবের জলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

উত্তর

স্বপ্নে দেখিয়া তসল্লি পাওয়া আর একটি এলহাম ও আল্লার তরফ হইতে "তসল্লি বখ্‌স" না পাওয়া এই দুইটি কথার মধ্যেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বিরোধ দেখিতে পাইতেছেন, এবং দ্বিতীয় কথাটিকে মিথ্যা বলিতেছেন, মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বপ্ন দেখিয়া তসল্লি পাইয়াও তসল্লি বখ্‌স্‌ এলহাম না পাওয়ার কথা সত্য হইতে পারে। কারণ স্বপ্নের তাবীর বুঝিতে ভুল করা আম্বিয়াদের জন্যও যে অসম্ভব নহে। ইহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও অস্বীকার করিতে পারেন না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হিজরতের জায়গা স্বপ্নে দেখিয়া হিজর বা ইয়ামামা মনে করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে উহা মদিনা ছিল।

সুতরাং আল হাকাম পত্রিকায় উল্লেখিত বর্ণনায় এক স্বপ্নের যে তাবীর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বুঝিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সাময়িক ভাবে তসল্লি পাইয়া থাকিলেও পরে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। এলহামগুলি ১০ই সেপ্টেম্বর আল হাকাম' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। এলহামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

۸۷ برس کی عمر انا للہ وانا الیہ
راجعون ان المنذ - ایا لا تطیش سہامہا
یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
تؤثرون الحیوٰۃ الدنیا -

অতঃপর এই এলহাম অনুসারে হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব আর রোগমুক্ত হইলেন না; এবং ১১ই অক্টোবর এন্তেকাল করেন।

সুতরাং মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই কথা বলা যে, মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়া গেল জলন্ত মিথ্যা, বরং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহাম বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। আর স্বপ্নের তাবির ও এলহামী ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে বৈষম্য দেখাইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের বাচালতা।

৬নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব জমিমায়ে বরাহীনে আহমদিয়া কিতাবের ৫ম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

جواب شبہات الخطاب الملیح فی
تحقیق المہدی والمسیح جو مولوی
رشید احمد گنگوہی کی خرافات
کا مجموعہ ہے

এস্থলে মীর্যা সাহেব "আল খেতাবুল মলিহ ফি তহকুকীল মাহদী ওল মসিহ" কেতাবকে মৌলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের প্রণীত কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মীর্যা সাহেবের মিথ্যা কথা কারণ উক্ত কেতাবটি মৌলানা আশরফ আলী থানবী সাহেবের প্রণীত।

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উদ্ধৃত এবারতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উক্ত কেতাবকে মৌলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহীর প্রণীত কিতাব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই বরং উক্ত কেতাবের কথাগুলিকে মৌলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহীর "খুরাফাতকা মাজমুওয়া" অর্থাৎ বাচালতার সমষ্টি বলিয়াছেন বস্তুতঃ মৌলানা আশরফ আলী থানবী সাহেব যে মৌলনা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের একজন বিশিষ্ট সাগরেদ ও শিষ্য তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

মৌলানা আশরফ আলী থানবী সাহেবের প্রণীত কেতাবে যে তাহার পীর ও উস্তাদ মৌলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহীরই মতামত প্রকাশ হইয়াছে তাহাও মৌলানা আশরফ আলী সাহেব অস্বীকার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মৌলানা আশরফ আলী থানবী প্রণীত উক্ত কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় মৌলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া নিজে মোহর করিয়া সমর্থন করিয়াছেন, এবং ইহাই নিজের মতামত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

مرزا غلام احمد قادیانی کے
کلمات و دعاوی جہاں تک مجھے
معلوم ہوئے بے شک موجب فسق
ہیں اور وہ قطعا فاسق اور ضال
ومضل اور داخل فرقہائے مبتدعہ
اہل اہواء ہے اس سے اور اسکے
پیروان سے ملنا ہرگز ہرگز
جائز نہیں اور یہ جو لوگ اسکی
تکفیر کرتے ہیں وہ بھی حق پر
ہیں فقط۔ واللہ تعالی اعلم۔
بندہ رشید احمد گنگوہی (مہر)

সুতরাং মৌলানা আশরফ আলী থানবীর প্রণীত কেতাবের কথাগুলি যে তাঁহার পীর সাহেব মৌলানা রসীদ আহমদ গাঙ্গুহীর বাচালতারই সমষ্টি তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই।

৭নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব জরুরতুল-ইমাম ১৭ পৃঃ লিখিয়াছেন—

بائیبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
چار سو نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا

"বাইবেলে লিখিত আছে একবার চারিশত নবির সয়তানী এলহাম হইয়াছিল।"

আরও তকরীরে দিল-পাজিরের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

اس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ
انبیاء علیہم السلام کو بہی جھوٹے
الہام ہوجاتے ہیں

"এতদ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে যে, নবিগণের মিথ্যা এলহাম হইয়া থাকে।"

মীর্যা সাহেবের কোন কোন এলহাম মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল বলিয়া পয়গম্বরগণের উপর উপরোক্ত মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাইবেলের রাজা বলির ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চারি শত গণককে ইস্রাইলের রাজা নিজের জয় পরাজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে তাহারা জয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন। কেবল এক নবী তাহার পরাজয়ের কথা ঘোষণা করেন। অবশেষে রাজা যুদ্ধে নিহত হন। মীর্যা সাহেব গণকদিগকে প্রকৃত নবী বলিয়া সত্যের অপমান করিয়াছেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এস্থলে নিজের অভ্যাস মত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার মর্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কোন এলহাম মিথ্যা প্রমাণ হয় নাই।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নবীগণের মিথ্যা এলহাম হইত বলিয়া কোথাও লিখেন নাই। তকরীরে-দিলপজির নামে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কোন কিতাব নাই। আর এই নামের কিতাবের ৭ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে উর্দু এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই এবারতও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নয়।

اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہاہے

"এতদ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে' কথা দ্বারা বুঝ যায় যে, কোন বিরুদ্ধবাদীর লিখা উদ্ধৃত করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর আরোপ করিবার সময় মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের হুস্-হাওয়াস ঠিক ছিল না। কারণ, এস্থলে نقل را عقل باید "নকল করিতে যে আকলের দরকার হয়" তাহার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে; হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জরুরতুল-ইমামে লিখিয়াছেন—

واضح ہو کہ شیطانی الہامات
ہونا حق ہے اور بعض ناتمام سالک
لوگوں کو ہوا کرتا ہے اور حدیث
النفس بہی ہوتی ہے جسکو اضغاث
احلام کہتے ہیں

বাইবেলের যে চারি শত নবীর কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বাইবেলের প্রথম রাজা বলি, অধ্যায় ২২, পদ ১৯ পাঠ করিলে প্রত্যেক পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে রেফারেন্স দিয়াছেন তাহা সত্য। এবং মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব জন-সাধারণকে ধোকা দিবার জন্য তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

ইংরেজী বাইবেলের উক্ত এবারত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Then the king of Israil gathered the prophets together, about four hundred men, and said unto them, Shall I go against Ramoth-gilead to battle or shall I forbear? And they said, go up: for the Lord shall deliver it unto the hand of the king.

(I. Kings 22, Sec. 6)

And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth-gilead, and prosper: for the Lord shall deliver it unto the king's hand.

(I Kings 22, Sec. 12)

And the Lord said unto him where-with? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said Thou shalt persuade him, and prevail also, go forth, and do so.

(I Kings 22, Sec. 22)

বাইবেলের ১ম রাজা বলির যে দীর্ঘ রেফারেন্স আমি পেশ করিলাম তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, চারিশত নবী সয়তানী এলহাম দ্বারা যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিল তাহা মিথ্যা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই রেফারেন্সকে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব মিথ্যা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। তবে বাইবেলের পারিভাষায় যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা নবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রকৃতপক্ষে ইসলামী পারিভাষায় নবী বলেন নাই বরং তিনি বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অপরিপক্ক আধ্যাত্মিক লোক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বলার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে, অপরিপক্ক লোকের উপর সয়তানী এলহামও হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত নবীদের উপর কখনও সয়তানী এলহাম হইতে পারে না। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বাইবেলের কথা বলিতে বাইবেলের পারিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য হই যে, মৌলানা রুহুল আমিন এবং তাঁহার দলের গয়ের-আহমদি মৌলানাদের প্রায় সকলেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখেন যে, হযরতের উপরও একবার (নাউজুবিল্লাহ) সয়তানী এলহাম হইয়াছিল। যে সমস্ত তফসীর পড়িয়া মৌলানা সাহেবেরা বড় গর্ব করিয়া থাকেন, ঐ সমস্ত তফসীরে লিখিত আছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) একবার সুরা নজম পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় হযরতের মুখে জারি হইয়াছিল—

تلك الغرانيق الاولى ان شفاعتهن
لتـــرتجى —

তফসীরে জালালাইন জুরকামী সরেহ মুওয়াহিবুল্লদুন্নিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

আমরা আহমদিগণ কিন্তু তফসীরকারকদের এই কথা কখনও বিশ্বাস করি না যে, হযরতের মুখে এই সয়তানী কথা জারি হইয়াছিল। নাউজুবিল্লাহ্।

পাঠক! হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সবগুলিই পূর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ণ হইতে থাকিবে, কিন্তু ধর্মের দুশমন ব্যবসায়ী ধর্ম যাজকেরা কখনও কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে নাই, এই জমানায়ও করিবে না।

৮নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব নিজের সুর নরম করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এই ভবিষ্যদ্বাণী একটি দুইটি নহে বরং শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী।" তির-ইয়াকোল কুলুব কিতাবে লিখিত আছে, "এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ না করিয়া এবং বারংবার আহমদ বেগের জামাতার কিংবা আথমের উল্লেখ করিয়া লোকদিগকে ধোকা দেওয়া হইতেছে।"

এরূপ সুর নরম করা মীর্যা সাহেবের মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ নহে কি?

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত কথায় যাহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সুর নরম করেন নাই। বরং আরও দৃঢ়তার সহিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ বিরুদ্ধবাদীদের অনর্থ বাহানার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বাস্তবিক ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে, যিনি তিরইয়াকোল-কুলুব এবং হকিকাতুল-ওহি এবং নজুলুল মসিহ ইত্যাদি কিতাবে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, এবং তাহা লক্ষ লক্ষ শত্রু ও মিত্রের সাক্ষাতে পূর্ণ হইয়াছে, এবং যিনি নিজের বহু বিপক্ষ লোকের সাক্ষ্যও পেশ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত শত শত ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীও যে পূর্ণ হইয়াছে ন্যায়তঃ ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়; এবং যাহারা স্বীকার করিতেছেন তাহারা হয়ত বুদ্ধির অভাবে বুঝিতে পারিতেছে না কিংবা দুষ্ট বুদ্ধি প্রনোদিত হইয়া বাহানা করিতেছে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এমন ভবিষ্যদ্বক্তার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

لا يظهر على غيبه احدا الا من
ارتضى من رسول

"আল্লাহ্ তালা তাঁহার মনোনীত রসুল ছাড়া আর কাহারও কাছে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করেন না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে প্রমাণ দ্বারা দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত বাহানার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সেই প্রমাণকে মৌলানা বলিতেছেন 'নরম সুর"।

আসল কথা—

مولوی آن باشد که چپ نشود

যাহারা যুক্তি প্রমাণ বুঝে না তাহাদিগকে চুপ করান ভারি মুস্কিল।

শত শত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে দেখিয়াও যাহারা দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অন্যায় বাহানা উপস্থিত করে তাহাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঐ সমস্ত দুষ্ট লোকের কথা পেশ করিয়াছেন, যাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হুদায়বিয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে, যে সময় পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই সময় পূর্ণ হইতে না দেখিয়া, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ১৪।১৫ শত সাহাবি সমভিব্যাহারে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে, সে এবং এই একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়া বাহানা করিয়া তর্ক করে, আর তিন হাজার অবিসম্বাদিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখই করে না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর এই দৃষ্টান্তের উপর মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কতকগুলি প্রবঞ্চনা করিয়াছেন ঃ

(ক) মীর্যা সাহেব নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি অযথা আক্রমণ ও মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা—নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই এবং করিতে পারেনও না। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী করার ফলেইত তিনি ইমাম মাহদী ও মসিহ রূপে আবির্ভূত হইবার দাবী করিয়াছেন।

(খ) "হযরত নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয় নাই"। ইহা সর্বৈব মিথ্যা।

উত্তর

হযরত নবী করীম (সং)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয় নাই এই কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলেন নাই। ইহা মৌলানার ধোকা ও প্রবঞ্চনা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

وقت اندازه کرده بود

—অর্থাৎ "যে সময় পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই সময় পূর্ণ হয় নাই"। আল্লাহ্তালার তরফ হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার কোন নির্দ্ধারিত সময় দেওয়া ছিল না। এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ও বলেন নাই যে, ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয় নাই। অবশ্য যে বৎসর ইহা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই বৎসর

পূর্ণ হয় নাই এবং ১৪।১৫ শত সাহাবি সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহা মৌলানা সাহেব নিজেও স্বীকার করিয়াছেন এবং এরূপ মনে করাতে আঁ-হযরত (সাঃ) এবং সাহাবীদের কোন দোষ হয় নাই।

মানব সুলভ এজ্‌তেহাদী ভুল খুবই স্বাভাবিক—

قل انما انا بشر مثلكم

(গ) "ইহা হযরতের স্বপ্ন, ইহা কোন এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী নহে।"

উত্তর

হাদীস শরীফে আসিয়াছে—

رؤيا الانبياء وحى

'আম্বিয়াদের স্বপ্নও ওহির মধ্যে পরিগণিত", এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নবী নিজেও ইহাকে মামুলি স্বপ্ন মনে করেন নাই, বরং এই স্বপ্ন অনুসারেই "ওমরা" করিবার জন্য ১৪।১৫ শত সাহাবি সমভিব্যাহারে রওয়ানা হইয়া 'হুদাইবিয়া' নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, যদিও এই স্বপ্ন আঁ-হযরতের ধারণা মত সেই বৎসর পূর্ণ না হইয়া পরবর্ত্তি বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।

আল্লাহ্‌তালা স্বয়ং এই স্বপ্নের গুরুত্বের 'তসদিক' করিতেছেন—

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الاية = (سورة الفتح)

'নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা রসুলের এই স্বপ্নকে—যে, নিশ্চয়ই তোমরা মসজিদে হারামে মাথা কামাইয়া কিংবা চুল ছোট করিয়া নিরাপদে প্রবেশ করিবে—সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন।"

যে স্বপ্ন কোরানের অংশীভূত হইয়াছে, যে স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণীকে আল্লাহ্‌তালা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া কোরানে ঘোষণা করিতেছেন, সেই স্বপ্নকে—হঁা আঁ-হযরতের স্বপ্নকে "এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী নয়" বরং 'মামুলি স্বপ্ন' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার বা হাল্কা করিবার চেষ্টা করা বেইমানি ছাড়া আর কি] হইতে পারে?

(ঘ) কোন রেওয়ায়েতে আঁ-হযরত (সাঃ) স্বপ্ন দেখিয়া ছফর করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। ছহী রেওয়ায়েতে আছে হোদায়বিয়াতে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা, কিংবা বিরাট অজ্ঞতা!

هر که نداند و بداند که بداند
در جهل مرکب ابد الدهر بماند

মৌলানা সাহেব! একটু কান খুলিয়া শ্রবণ করুন, আল্লামা জালালুদ্দিন ছায়ুতী তফসীরে জালালাইনে সুরা ফতহের তফসীরে লিখিয়াছেন:—

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم عام الحديبية قبل خروجه انه يدخل مكة هو واصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون فاخبر بذلك اصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا شق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين —

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) হুদাইবিয়ার বৎসরে ছফরে রওয়ানা হইবার পূর্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে, তিনি তাঁহার আসহাব সমভিব্যাহারে মাথা কামাইয়া এবং চুল ছাটিয়া নিরাপদে মক্কাতে প্রবেশ করিতেছেন। আসহাবদিগকে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তাঁহারা সকলেই খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে বাহির হইলেন এবং কাফেরগণ তাঁহাদিগকে হুদাইবিয়া

নামক স্থানে বাধা প্রদান করিল, তখন ইহা তাহাদের জন্য খুব কঠিন সমস্যা হইয়াছিল, এবং কোন কোন মুনাফিক সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।"

তফসীর রুহুল বয়ান, ৪র্থ জিল্‌দ, ১—৫ পৃষ্ঠায় আছে :—

ان رسول الله صلعم رأى فى المنام انه دخل مكة هو واصحابه آمنين ... ... واخبر بذالك اصحابه ففرحوا ثم اخبر اصحابه انه يريد الخروج للعمرة ... ... وكان المسلمون لا يشكون فى دخولهم مكة وطوافهم بالبيت—

"রসুল করীম (সাঃ)-স্বপ্ন যোগে দেখিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার আসহাবগণ মক্কাতে নিরাপদে প্রবেশ করিতেছেন…এই সংবাদ আসহাবদিগকে দিলে তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। অতঃপর আসাহাবদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি ওমরা করিবার জন্য মক্কায় সফর করিতে ইচ্ছা করেন…মুসলমানগণ মক্কাতে প্রবেশ এবং তাওয়াফ করিতে পারা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিতেন না।"

তফসীরে খাজেন, ৪র্থ জিল্‌দ, ১৯২ পৃষ্ঠায় আছে :—

ان رسول الله صلعم رأى فى المنام وهو بالمدينة قبل ان يخرج الى الحديبية انه يدخل المسجد الحرام هو واصحابه آمنين

"আঁ-হযরত (সাঃ)-মদিনা শরীফের মধ্যে হুদাইবিয়ার দিকে বাহির হইবার পূর্বে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি এবং তাঁহার আসহাবগণ মক্কাতে নিরাপদে প্রবেশ করিতেছেন।"

তফসীর মাদারিকুত্তনজীল, ৩য় জিল্‌দ, ১৭৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

ان رسول الله صلعم رأى قبل خروجه الى الحديبية

"রসুল (সাঃ) হুদাইবিয়ার দিকে সফর করিবার পূর্বে দেখিয়াছিলেন।"

তফসীর জমেয়ুল বয়ান :—

انه عليه السلام رأى فى المنام قبل الخروج الى الحديبية

"হুদাইবিয়া যাইবার পূর্বে হযরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন?"

তফসীর আবু সাউদ :—

رأى قبل الخروج الى الحديبية

"হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হইবার পূর্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"

মাআলিমুত্তনজীলে ৬ষ্ঠ জিল্‌দ, ৩৭ পৃষ্ঠায় আছে :

ان النبى صلعم راى فى المنام بالمدينة قبل ان يخرج الى الحديبية

"আঁ-হযরত (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল—হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হইবার পূর্বে।"

তফসীর রুহুল মায়ানী—৭ম জিল্‌দ, ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে :—

راى رسول الله صلعم فى المنام قبل خروجه الى الحديبية

"আঁ-হযরত (সাঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হইবার পূর্বে।"

মৌলবী শাহ আবদুল হক সাহেব মুহাদ্দীস দেহলবী সাহেব মাদারিজুন্নবুওত কিতাবে লিখিয়াছেন :—

بدانکه آنحضرت صلعم بعد از دیدن این خواب بتهیه اسباب سفر مشغول شد ویاران را خبر کرد که بعمره می روم

"আঁ-হযরত (সাঃ) এই স্বপ্ন দেখিবার পর সফরের জরুরী আসবাব-পত্র সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইলেন এবং আছহাবদিগকে সংবাদ দিলেন যে ওমরা করিতে যাইবেন।"

জাদুলমাআদ – ১ম জিলদ, ৩৮৩ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

اخبر سبحانه انه صدق رسوله
رؤياه فى دخولهم المسجد آمنين
وانه سيكون ولابد ولكن لم يكن
قد آن وقت ذالك فى هذا العام
والله سبحانه علم من مصلحة تاخيره
الى وقت مالم تعلموا انتم فانتم
احببتم استعجال ذالك والرب تعالى
يعلم من مصلحة التاخير -

"আল্লাহতালা তাঁহার রসুলকে মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করা সম্বন্ধে সত্য খবর দিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় ইহা ঘটিবে. কিন্তু এখনও এই বৎসর ইহার সময় আসে নাই এবং আল্লাহ্ পাক জানেন এই ঘটনাকে যে সময়ের কথা তোমরা জান না সেই সময় পর্যান্ত পিছাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে সৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তোমরা ত ইহাকে শীঘ্র হওয়াই পছন্দ করিয়াছিলে – এবং আল্লাহ্তালা জানেন পিছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য কি।'

প্রিয় পাঠক! হুদাইবিয়ার বিখ্যাত ঘটনা সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলমান মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বপ্ন দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এই বৎসরই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে, এবং এই জন্যই ১৪।১৫ শত সাহাবি লইয়া ওমরা করিতে রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং রাস্তায় হুদাইবিয়ার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, এবং তখন বুঝিতে পারেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এই বৎসরই পূর্ণ হইবে মনে করা ভুল হইয়াছে।

কাফেরদের কাছে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে সাহাবাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। আল্লার ওয়াদা আছে নিরাপদে ওমরা করিতে পারিবে এইজন্য সাহাবাগণ অনেকক্ষণ পর্যান্ত এই কথার উপরই জোর দিয়াছিলেন যে কিছুতেই আমরা সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইব না। এমন কি, হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন কুরবানী করিতে আদেশ দিলেন তখন হযরতের জান-নেসার ভক্তগণ প্রথমে এই আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলেন না, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল আল্লার ওয়াদা আছে; এই বৎসরই আমরা মসজিদ হারামে প্রবেশ করিব। আঁ-হযরত স ঃ) যখন শুনিলেন যে কেহই তাঁহার আদেশ অনুসারে কুরবাণী করিতে অগ্রসর হইতেছে না তখন তিনি হযরত উম্মেসালমার কাছে চলিয়া আসিলেন। হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মেসালমা এই পরামর্শ দিলেন যে, অন্যের অপেক্ষা না করিয়া আপনি নিজের কুরবাণী করিয়া ফেলুন, তাহা হইলে আর কেহই ইতস্ততঃ করিতে পারিবে না। বিবির এই পরামর্শ অনুসারে আঁ-হযরত (সাঃ)-ও তাহাই করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবাগণই তাহাই করিলেন। এই সমস্ত ঘটনা কোন শিক্ষিত মুসলমানের অবিদিত নাই এবং আমার বিশ্বাস মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কিন্তু তথাপি তিনি জন-সাধারণকে ধোকা দিবার জন্য এবং হযরত মসিহে মাওউদ আঃ) এর বিরুদ্ধে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপাইবার দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া দুররুল-মানছুরের এক জয়ীফ রাওয়ায়েতের বাহানা করিয়া লিখিয়া দিলেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বপ্ন না দেখিয়াই ওমরা করিতে ১৪।১৫ শত সাহাবী লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। আর যখন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে পারিবে তখন কাফেরদের বাধা দেওয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

بریں عقل و دانش بباید گریست

(ঙ) কোরআনের মর্ম্মের বিরুদ্ধে মীর্যা সাহেবের হযরতের স্বপ্নকে ভ্রান্তি মূলক স্থির করা দুঃসাহস নহে কি? ইহাই কি তাঁহার ইমানদারীর লক্ষণ?

উত্তর

اولٹا چور کوتوال کو ڈانٹے -

অজ্ঞ জন-সাধারণকে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য মৌলানা রুহুল

আমিন সাহেব এত বড় মিথ্যা কথাটা বলিলেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ-এর স্বপ্নকে ভ্রান্তি মূলক কখনও বলেন নাই, বলিতে পারেনও না। ইহা মৌলানা রূহুল আমিনের আর এক নম্বর মিথ্যা এবং চালবাজি।

ইমানের কোন গন্ধও যদি মৌলানা রূহুল আমিন সাহেবের জোব্বার ভিতরে বাকী থাকিত, তবে তিনি এত বড় মিথ্যা কথা বলিয়া ধোকা দিতে সাহসী হইতেন না। স্বপ্ন বর্ণিত ঘটনা কোন্ সময় পূর্ণ হইবে তাহার আন্দাজ করিতে ভুল করা, আর স্বপ্ন ভ্রান্তিমূলক হওয়া এক কথা নহে, ইহাও যে মৌলানার মগজে ঢুকে না, আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলেন নাই বরং ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সময় সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে এজতেহাদী ভুল হইয়াছিল বলিয়াছেন।

৯নং প্রবঞ্চনা

মোহাম্মাদি বেগমের সহিত আসমানে নেকাহ পড়ান হইয়াছিল বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্বেও এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না—ইত্যাদি—

উত্তর

এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছে, ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আমি এই পুস্তকের অন্য খণ্ডে লিখিয়া আসিয়াছি। মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব মেছুওয়া বাজারী সুরে এই প্রশ্নটা বারে বারেই উত্থাপন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি এই ভবিষ্যদ্বাণী যাহাদের সম্বন্ধে করা হইয়াছিল তাহারা ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়া স্বীকার করিয়া আহমদী হইয়াছেন, আর মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব বলিতেছেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই।

صد می سست گوا ۴ چست

প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মাদী বেগম সম্বন্ধীয় সর্ত্তী ভবিষ্যদ্বাণী সর্ত্ত অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। আর "আছমানে নেকাহ পড়ান হইয়াছিল" কথার অর্থ বুঝিবার জন্য আমি মৌলানা রূহুল আমিন সাহেবের সামনে এক হাদিস পেশ করিতেছি। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—

ان الله زوجنی مریم بنت عمران
وکلثوم اخت موسی وامراۃ
فرعون قالت هنیئاً لك یا
رسول الله

"আল্লাহতালা আমার নেকাহ পড়াইয়াছেন এমরানের বেটি মরিয়মের সঙ্গে, মুসার ভগ্নি কুলসুমের সঙ্গে, আর ফেরআউনের স্ত্রীর সঙ্গে।"

(তিবরানী ও হাকেমের রেওয়ায়েত, তফসীর ফতহুল বয়ান—৭ম জিল্দ—৯৯ পৃঃ)।

আমি জিজ্ঞাসা করি এই মৃত স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আল্লাহ্তালা যে আঁ-হযরতের নিকাহ পড়াইয়াছিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি?

একটু গভীর চিন্তা করার যাহাদের অভ্যাস আছে তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আছমানে নিকাহ পড়াইয়া দেওয়া অর্থ—এই পার্থিব জীবনের নিকাহ্ নয় বরং আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে আনা। আঁ-হযরতের সঙ্গে ফেরাউনের স্ত্রী এবং মরিয়ম এবং কুলসুমের মরিয়া যাওয়ার পরও আল্লাহ্তালার নিকাহ পড়াইয়া দেওয়ার এই অর্থ যে, তাঁহাদের বংশধরগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে আসিয়াছে।

এই রকম মোহাম্মদী বেগমের পার্থিব নেকাহ অন্য লোকের সঙ্গে হইয়া থাকিলেও তিনি হযরত মসিহে মাওউদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে আসিয়া আসমানি নেকাহ প্রমাণ করিয়াছেন।

নেকাহ বা স্ত্রীলোকের নাম দেখিয়াই যাহাদের মন অশ্লীল চিন্তায় কলুষিত হইয়া পড়ে, অশ্লীল ভাষায় বাজারি বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে তাহাদের খোপরিতে এই সমস্ত কথা না ঢুকিলেও ইমানদার পরহেজগারের জন্য ইহা বুঝা মুস্কিল নয়। মোহাম্মদী বেগমের স্বামী স্বয়ং এবং মোহাম্মদী বেগমের খান্দানের বহু লোক এবং এতদ্দেশীয় বহু লোক এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

●	The Holy Quran.		Rs. 16·50
●	Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
●	The Teachings of Islam	"	Rs. 2·00
●	Psalms of Ahmed	"	Rs. 10·00
●	What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
●	Ahmadiya Movement	"	Rs. 1·75
●	The Introduction to the Study of the Holy Quran	"	Rs. 8·00
●	The Ahmadiyat or true Islam	"	Rs. 8·00
●	Invitation to Ahmadiyat	"	Rs. 8·00
●	The life of Muhammad (P. B.)	"	Rs. 8·00
●	The truth about the split	"	Rs. 3·00
●	The Economic structure of Islamic Society	"	Rs. 2·50
●	Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
●	Islam and Communism	"	Rs. 0·62
●	Forty Gems of Beauty.	"	Rs. 2·50
●	The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
●	ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Rs. 2·00
●	Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
●	ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
●	ওফাতে ঈসা ঃ	"	Rs 0·50
●	খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
●	মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.